# কজ্জল



শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

প্রণীত



প্রথম সংস্করণ



১৩৩৫



মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক—
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্,
ইষ্ট্ এণ্ড্ হাউস্, উয়ারী, ঢাকা।



ঢাকা—নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেস,
শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

চিরস্নেহের –

শ্রীমতী টুনু

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

( পুরুষগণ )

| | | |
|---|---|---|
| হরিরাজ | ... | কাশ্মীরের সম্ভ্রান্ত যুবক |
| দণ্ডভৃৎ | ... | ঐ বন্ধু |
| তুঙ্গপদ | ... | বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ |
| কুম্ভ | ... | নৌকার মাঝি |
| মন্দার | ... | কাশ্মীরের জনৈক দরিদ্র লোক |
| বল্লভ | ... | রাজকর্ম্মচারী |
| কিরক | ... | ঐ |
| হরাদ্রি | ... | সেনাপতি |
| দর্শন | ... | অভ্যাগত |
| ক্রতু | ... | ঐ |

ভৃত্য ও সৈন্যগণ

( স্ত্রীগণ )

| | | |
|---|---|---|
| কজ্জলা | ... | পিতৃ মাতৃ হীনা দরিদ্রা কন্যা |
| কঙ্কা | ... | ধনী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া যুবতী—মুক্তিকার আত্মীয়া |
| মুক্তিকা | ... | হরিরাজের মাতা |
| শীলা | ... | কুম্ভের মাতা—কজ্জলার পালয়িত্রী |
| আর্দ্রা | .. | অভ্যাগতা |

## প্রথম রজনী

### ঢাকা, উয়ারী, ইষ্ট এণ্ড হাউস্।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৫ সন।

( অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ। )

| | | |
|---|---|---|
| হরিরাজ | ... | শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী |
| দণ্ডভৃৎ | ... | শ্রীমতী কুসুম কুমারী |
| তুঙ্গপদ | ... | শ্রীমতী সুরবালা |
| কুম্ভ | ... | শ্রী ত্রিপুরা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| মন্দার | ... | শ্রীমতী শরৎকুমারী (ভুবি) |
| বল্লভ | ... | শ্রীসত্য চরণ ভড় |
| কিরক | ... | শ্রীমতী রাণী সুন্দরী (বৰ্দ্ধমান) |
| হরাদ্রি | ... | শ্রীনিত্যানন্দ দাস |
| দর্শন | ... | শ্রীপুলিন বিহারী বসু |
| ক্রতু | ... | শ্রীব্রজ রাখাল ধর |
| ভৃত্য | ... | শ্রীমধুসূদন গোপ |
| কজ্জ্বলা | ... | শ্রীমতী কামাখ্যা সুন্দরী (টেনা |
| কঙ্কা | ... | শ্রীমতী মৃণালিণী (ফেলী) |
| মুক্তিকা | ... | শ্রীমতী মলিনা বালা |
| শীলা | ... | শ্রীমতী গিরিবালা |
| আর্দ্রা | ... | |

# প্রস্তাবনা।

গাব আজি মোরা মিলন গান!
গাব প্রণয়, গাব পরিণয় গান!
গাব সোহাগ, প্রেম অনুরাগ!
প্রাণের পিয়াসা, আকুল আবেগ!
গাব কত আশা—কত ভালবাসা,
আঁখির নীরব লাজ মরম ভাষা!
গাব বিরাগ—মরম যাতনা!
ব্যর্থ প্রেমের মরণ সাধনা!
হাসিব—নাচিব—মাতাব প্রাণ,
গাব আজি মোরা মিলন গান!

---

# কজ্জলা

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

(রাত্রি) অঞ্জনা নামক হ্রদের তীরবর্ত্তী "লাল পাহাড়ের উপর বিপুল প্রাসাদ—হরিরাজের আবাস বাটী।

(ভিতর হইতে হরিরাজের প্রবেশ)

হরিরাজ। (অগ্রসর হইয়া চাপা গলায়) কুম্ভ, আছিস্ এখানে? কুম্ভ!

(পিছন হইতে কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। ডাক্‌লে কি রাজা?

হরিরাজ। নৌকা প্রস্তুত?

কুম্ভ। "লাল পাহাড়ের" নীচে বাঁধা আছে।

হরিরাজ। কজ্জ্বলা কি আজও আমাকে দেখার আশায় আছে ?

কুম্ভ। আশা ? এইতো এক চিঠি দিয়েছে। তুমি চ'লে এলে রাজা, তার আর ধড়ে প্রাণ থাকে না। চেয়ে দেখ রাজা, ঐ দূরে আলো জ্বল্‌ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ—নীল পাহাড়ের গায় ছোট্ট একটি তারার মত মিটু মিটু কচ্ছে ?

হরিরাজ। হাঁ, কজ্জ্বলা আমাদের কক্ষে এই দীপের আহ্বানটি জ্বালিয়ে রাখে, জানি।

কুম্ভ। সারারাত সে বাতির পাশে জেগে কাটায়।

হরিরাজ। কজ্জ্বলা, কজ্জ্বলা, প্রিয়া আমার ! সকলে ঘুমুলে যাব, যাব—যাব তোমার কাছে ! আমার বাতায়ন দিয়ে নিস্ক্রান্ত হ'য়ে হ্রদ পার হ'য়ে আমি তোমার কাছেই উপনীত হব।

কুম্ভ। ( খুঁজিয়া ) চিঠিটা কোথায় রাখ্‌লুম ?

( ভিতর হইতে দণ্ডভৃতের প্রবেশ )

দণ্ডভৃৎ। হরিরাজ, তোমার সঙ্গে কে ?

হরিরাজ। ও কুম্ভ, আমার মাঝি।

দণ্ডভৃৎ। ও দেখ্‌ছি তোমার ছায়ার মতন।

কুম্ভ। আমার মত লোক আবার রাজার ছায়া হবে কি ক'রে ?

দণ্ডভৃৎ। তোমার সঙ্গ ছাড়ে না—সেই কথা বল্‌ছি।

হরিরাজ। আর ছাড়্‌বেও না। দশ বছর আগে আমরা শিশু ছিলুম—এক সঙ্গে থেকেছি, খেলেছি। একদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে তাকে গড়িয়ে ফেলে দি—সে জীবনের মত পঙ্গু হ'য়ে গেল।

কুম্ভ। তারপর মাসের পর মাস যত্ন ক'রে আমার পাশে ব'সে কেঁদে কেঁদে জোর ক'রে আমাকে যমের হাত থেকে টেনে এনেছে, সে কথা কি ভুল্‌তে পারি!

হরিরাজ। যা—যা এখন, কুম্ভ।

কুম্ভ। চল্লুম।

(দৌড়িয়া পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।)

দণ্ডভৃৎ। হরি, তোমার সঙ্গে কথা আছে। কঙ্কাকে কি তুমি ভালবাস?

হরিরাজ। কেন জিজ্ঞেস্ কর্‌ছ?

দণ্ডভৃৎ। জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি—কারণ আমরা বহুদিনের বন্ধু; পাঁচ বৎসর বিদেশে ঘুরেও এ বন্ধুত্ব কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। (তার হাত ধরিল)

(ভিতর হইতে মুক্তিকার প্রবেশ।)

হরিরাজ। আমার দিক দিয়েও সেই একই কথা। তুমি আমার সেই প্রাণের বন্ধুই আছ। কঙ্কাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞেস্ করছ?

মুক্তিকা। (দু'জনের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়া) আমিই তোমার কথার উত্তর দেব, দণ্ডভৃৎ।

হরিরাজ। মা!

মুক্তিকা। আমার পুত্র এবং কঙ্কার বাক্‌দান হ'য়ে গেছে। দণ্ডভৃৎ, আমাকে ক্ষমা ক'রো। কঙ্কার প্রতি তোমার ভালবাসা আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য ক'রে এসেছি; আশা করি তুমি এ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবে।

দণ্ডভৃৎ। আপনি কি নিশ্চয় জানেন যে কঙ্কা হরিরাজকে ভালবাসে?

মুক্তিকা। সন্দেহের কি কারণ আছে?

দণ্ডভৃৎ। কিন্তু, যদিই আপনার ভুল হ'য়ে থাকে—

হরিরাজ। আমার বিশ্বাস কঙ্কা আমাকে কিছুমাত্র ভালবাসে না; দণ্ডভৃৎকে তার চাইতে অনেক বেশী ভালবাসে।

মুক্তিকা। তুমি হরির পুরোণো বন্ধু। তোমাকে বল্‌তে দোষ নেই, আমার স্বামীর অমিতব্যয়িতায় আজ্‌কে আমার সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত। কঙ্কার সঙ্গে বিয়ে হ'লে দুই বড় ঘর এক হবে—পূর্ব্ব সম্মান আবার ফিরে আস্‌বে। হরি ও কঙ্কা এক সঙ্গেই লালিত পালিত— উভয়ের প্রতি উভয়ের মনের ভাব এখনো টের পায়নি।

হরিরাজ। থামো, মা! আমাকে কঙ্কা ভাল না বাস্‌লে কাশ্মীরের রাণী হ'লেও তাকে আমি বিয়ে কর্‌তে পারি না।

মুক্তিকা। শুন্‌লে শত্রুজিতের বংশধরের গর্ব্বিত উক্তি ?

হরিরাজ। দণ্ডভৃৎ, পার যদি তাকে তোমার ক'রে নাও—আমি তোমার সাহায্য করবো।

( ভিতর হইতে কঙ্কার প্রবেশ )

কঙ্কা। তা আমিও করব—কি বাজি রাখ্‌ব ?

মুক্তিকা। চুপ্‌!

কঙ্কা। আমি দণ্ডভৃতের উপর বাজি ধর্‌তে রাজি আছি।

হরিরাজ। কঙ্কা, কি নিয়ে কথা—বল্‌ছি তোমাকে।

মুক্তিকা। হরিরাজ!

কঙ্কা। একদিকে স'রে দাঁড়াও না, মাসীমা,ছোড়াটাকে বল্‌তে দাও।

হরিরাজ। দণ্ডভৃৎ জান্‌তে চেয়েছিল তার উপর হরিরাজ কঙ্কার বাজি জিতে নেবার সংকল্প ক'রেছে কি না।

কঙ্কা! হোঃ! হোঃ! হোঃ! আমি কি আবার একটা বাজি নাকি! ওঃ! ঘোঁড়া! বুঝেছি! তোমরা ঘোঁড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে চাও, না ?

মুক্তিকা। নে—মা! মানুষের হৃদয় নিয়ে ছেলেখেলা করিস্‌নে।

কঙ্কা। ছেলেখেলা! কই, সেই জিনিষটি তো কখনো হাতে পাইনি যে নিয়ে খেলা করব!

**কঙ্কার গান।**

আমি পাইনি যারে কেমন ক'রে,
খেল্‌বো তাকে নিয়ে!
আমি ফিরি তাহার খোঁজে,
সে যে থাকে মুখ লুকিয়ে!
সে তো আমার মনের মতন,
আমি যে তার নই!
আমার হাসি কান্না দুই আসে,
মনের কথা কারে কই!
পেলে তারে দেবো মোরে,
তারি হাতে সঁপিয়ে!
র'বেনা কোন জ্বালা
ফেল্‌লে আপন হারা'য়ে!

( ভৃত্যের প্রবেশ। )

ভৃত্য। মা ঠাক্‌রুণ, রাজকর্ম্মচারী কিরক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন।

মুক্তিকা। এই সময়? লোকটা কি চায়? নিয়ে আয় এখানে।

( ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত )

—লোকটাকে আমি ঘৃণা করি।

হরিরাজ। একটি আস্ত সয়তান ; মুখে আবার বেশ ভদ্রতা আছে।

কঙ্কা। যেন একটি সিদ্ধ আলু—খোসা ছাড়িয়ে দিও, হরি দাদা। আসুন তো, হরিরাজ-বন্ধু দণ্ডভৃৎ মহাশয়! আসুন তো আমার সঙ্গে! কি সুন্দর চন্দ্রালোকিত রাত্রি—বাগানে একটু নৈশ ভ্রমণ ক'রে আসি—বেশ মজা হবে।

দণ্ডভৃৎ। মজা! আমার আশঙ্কা হয়—

কঙ্কা। কোন আশঙ্কা নেই—অত ভয় পাচ্ছেন কেন? আসুন।

( হাত ধরিয়া অগ্রসর )

দণ্ডভৃৎ। আপনার সঙ্গে হেঁটে চলা দায়।

কঙ্কা। হৃদয়-ভারে মন্থর লোকেরা হাঁট্‌তেও যেমন পারে না ঘোঁড়ায়ও তেমনি তাঁরা অচল। আচ্ছা, কাল্‌কে পরীক্ষা হবে। আমার নতুন কালো ঘোড়াটায় চ'ড়ে পাহাড়ের পথে যখন নাব্‌ব তখন কিছুতেই আপনি আমার সঙ্গে চল্‌তে পার্‌বেন না।

দণ্ডভৃৎ। সত্যি না কি!

( উভয়ে নিষ্ক্রান্ত )

হরিরাজ। সেনাপতি হ'লে কঙ্কাকে সাজ্‌তো।

( ভৃত্যসঙ্গে কিরকের প্রবেশ )

কিরক। ( মুক্তিকার প্রতি ) আপনার অনুগত ভৃত্য উপস্থিত। ( হরিরাজের প্রতি ) কেমন আছেন, হরিরাজ? চমৎকার রাত্রিটি আজ!

মুক্তিকা। কোন্ কাজে আপনার এখানে আগমন শুন্‌তে পারি কি?

কিরক। ( স্বগত ) এখনো সেই গর্ব্ব! কাশ্মীরের রাণী হ'লে একে মানাতো। ( উচ্চে ) বড় বিপদে পড়েছি, তাই আপনার দুয়ারে এসে হাজির হলুম। কাল্‌কেই আমাকে ৮০০০৲ মুদ্রা দিতে হবে, নইলে আমার ধনসম্পত্তি সব জনরাজ শেঠ নিলামে চড়াবে।

মুক্তিকা। আমি কি কর্‌বো?

কিরক। আপনাকে বিরক্ত কর্‌তুম না—

মুক্তিকা। বিরক্ত?

কিরক। আমার পাওনাটা যদি দিয়ে দেন—

মুক্তিকা। আগামী মাসে দেব।

কিরক। হরিরাজ আর কঙ্কার বিয়ের মতলব করেছেন বুঝি?

হরিরাজ। ( অগ্রসর হইয়া ) সাবধান কিরক! সকল কথা বল্‌বার অধিকার সকলের নাই।

মুক্তিকা। হরিরাজ, তুমি একটু স'রে যাও এখন। ( হরিরাজ

চলিয়া গেল) এক কথায় বলুনতো এখন, আপনি কি চান ?

কিরক। আপনি কঙ্কার অর্থ দিয়ে আমার ঋণশোধ করতে চান, কিন্তু আপনার পুত্র তো তাকে ভালবাসে না— আর ভালবাস্‌লেও তা' দেখাবার উপায়টি তার অদ্ভুত। অন্য একটি মেয়ে আছে তার হাতে—ছুটির মধ্যে খেলা খেল্‌ছে সে ভালোই।

মুক্তিকা। এ মিথ্যা—এ মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হচ্ছে।

কিরক। তা' যদি হ'তো তো ভালোই ছিল। হ্রদের ওই পারে ঐ আলোটি দেখ্‌ছেন ? আপনার পুত্রের দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ আছে। কঙ্কা যদি এ জান্‌তে পারে যে তার ভাবী স্বামীটি প্রতি রাত্রে সবাই ঘুমুলে পর হ্রদ পার হ'য়ে অপর একটি ভালবাসার পাত্রীর নিকট যায় তবে সে কি ভাব্‌বে, শুনি ?

মুক্তিকা। তাই কি এই বিয়েতে তার মত নেই ? নির্ব্বোধ ! এমন সময়ে এই রকম পাগ্‌লামি !

কিরক। আমি তো তাই বল্‌ছি—এতে কোনো মিথ্যা নেই।

মুক্তিকা। ঐ মেয়েটাকে তার ছাড়্‌তেই হবে। আমি বল্‌ছি— ছাড়্‌তেই হবে।

কিরক। কিন্তু, আমি তো শুধু কথায় ব'সে থাক্‌তে পারি না। আমি কাল্‌কের মধ্যেই হয় কঙ্কা তা'কে বিয়ে করবে

কঙ্কার এই লিখিত প্রতিজ্ঞা, নয় আমার প্রাপ্য দশ হাজার মুদ্রা আমি চাই।

মুক্তিকা। অসম্ভব! আপনি আমাদের মাথায় বজ্র নিক্ষেপ কচ্ছেন।

কিরক। আমারো পৈত্রিক মাথাটি রক্ষা কর্‌বার প্রয়োজনীতা অস্বীকার কর্ত্তে পারেন না।

মুক্তিকা। আপনি জানেন—যা' চাচ্ছেন তা' এখন আমাদের সাধ্যাতীত। এ জেনেও কি গুপ্ত উদ্দেশ্যে এখানে এলেন তাই ভাবি।

কিরক। সত্যি! আপনার সৌন্দর্য্য যেমন মনোমুগ্ধকর, আপনার বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ।

মুক্তিকা। ব'লে যান্।

কিরক। আমি একটা নির্ব্বোধের কাজ কর্‌তে যাচ্ছি—বাস্তবিক! আপনি—আপনি নিজে যদি এর জন্যে দায়ী হন তাহ'লে আমি অপেক্ষা কর্‌তে রাজি আছি।

মুক্তিকা। কি বল্‌ছেন আপনি? নিজে দায়ী কি রকম?

কিরক। অর্থাৎ সম্পত্তি বন্ধক না রেখে আপনি নিজেকে যদি বন্ধক—

মুক্তিকা। আপনি কি পাগল হয়েছেন?

কিরক। আমি পাগলই হয়েছি—আপনার রূপে এই পনর বৎসর ধ'রে আমি পাগল হ'য়েই আছি—

ক্তকা। দুর্ব্বৃত্ত! আমার পুত্রের হাতে এর শাস্তি পাবে। (ডাকিল) হরিরাজ!

হরিরাজ। (অগ্রসর হইয়া) মা!

(কঙ্কা ও দণ্ডভৃতের প্রবেশ।)

কিরক। কঙ্কা!

হরিরাজ। } ...............কি মা?
(একত্রে)
কঙ্কা। } ...............কি মশায়?

মুক্তিকা। (স্বগত) পাজি! কঙ্কাকে সব ব'লে দিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করবে! (উচ্চে) কিছু নয়। (মুখ ফিরাইল)

কিরক। আপনার ভৃত্য।

কঙ্কা। ওঃ! (দণ্ডভৃৎকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত) [হরিরাজ সরিয়া গেল]

কিরক। আপনি আমার মুঠোর মধ্যে। হরিরাজের গোপন প্রেমের কথা আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি আমার বুকের তলায় সেটিকে খুব গোপনেই রাখ্‌ব, যাদ—যদি আপনি শুধু মুখের কথাটি বলেন—

মুক্তিকা। ঘৃণ্য পশু! আমি তোকে মনুষ্য নামের অযোগ্য মনে করি।

কিরক। সে তো পনর বৎসর ধ'রেই জেনে আস্‌ছি, কিন্তু সে জানাতে তো আমার কিছু মনের বেদনা ঘুচেনি।

মুক্তিকা। এখন চাও তুমি আমার ঘৃণা এবং বিদ্বেষ কিন্‌তে?

কিরক। কঙ্কা যেমন চাচ্ছে আপনার পুত্রকে কিনতে। সম্পত্তির মালিক যে মেয়েটাকে তাকে গিল্‌তে বলা হচ্ছে, তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা না ক'রে কি হরিরাজ ওপারের মেয়েটাকে ভালবাস্‌তে পারে? কিন্তু হরিরাজকে তো বিক্রী কর্‌বার চেষ্টায় আছেন। বিক্রীত হওয়া যে কি কঠিন নিজের উপর পড়াতেই বুঝি এখন তা' টের পেলেন?

মুক্তিকা। আপনি চ'লে যান এখান থেকে।

কিরক। হাঁ—যাচ্ছি—ভেবে দেখ্‌বেন সারারাত। কাল উত্তরের জন্যে আবার আস্‌বো। যাই—তবে।

**(কিরকের গান।)**

সব্‌ছে বাঢ়িয়া হ্যায় মেরা পিয়ারা রূপিয়া।
আউর সব হ্যায় তামাম্ ঝুটা—ভেল হ্যায় এ দুনিয়া॥
বেগর মৎলব দোস্ত কোয় নেই হ্যায় দুনিয়ামে,
পিয়ারী ভি বিগার যায় খাম্‌খা দো বাত্‌মে;
মগর রূপিয়া, কভি নেই বদল্‌তা সুরৎ তেরা,
যব লে যাও বাজারমে, মিল্‌তা ষোল আনা পূরা;
দেগা ভুক্‌মে খানা, পিয়াসমে পানি,
দেগা সুরৎ আচ্ছি মজে কি জানি;
দেউ তবিয়ৎ কি তনদুরস্তি আউর দেউ রূপিয়া।
তব্‌হি ম্যায় সম্‌ঝেঙ্গে হাম পায়া—সবকুচ পায়া॥

(নিষ্ক্রান্ত)

মুক্তিকা। হরিরাজ!

হরিরাজ। ( অগ্রসর হইয়া ) লোকটা কি জন্যে এসেছিল ?

মুক্তিকা। নীল পাহাড়ের গায় ঐ যে আলোক জ্বল্‌ছে তার অর্থ বল্‌তে এসেছিল সে।

হরিরাজ। আঃ! জানাজানি হ'য়ে গেছে! মা, এখন জান্‌লে তো কঙ্কাকে কেন আমি বিয়ে কর্‌তে চাচ্ছি না।

মুক্তিকা। তোর কি বুদ্ধিলোপ হয়েছে, হরিরাজ? ঐ মেয়েটা কে ?

হরিরাজ। কজ্জ্বলা নাম—মা বাপ নেই।

মুক্তিকা। কৃষকের মেয়ে—ছোট জাত!

হরিরাজ। সে যেই হোক্ না কেন, প্রেমের চোখে সব সমান।

মুক্তিকা। এ বেশ, হরিরাজ। আমার মনে হচ্ছে তোমার জীবন এবং সুখ দুঃখের উপর আমার কোনো হাত নেই। তুমি যেমন খুসি—না, বাবা, তোকে আমি ব্যথা দিতে চাই না। ভগবান জানেন, তুইই আমার সব। াকরক আমার কাছে এক প্রস্তাব করেছে। তা' মেনে নিলে কঙ্কার কাছে তুই নিজেকে বিক্রী না কর্‌লেও পারিস্।

হরিরাজ। কি, মা? অবিশ্যি তুমি তা' মেনে নিয়েছ?

মুক্তিকা। না, কিন্তু তাই মেনে নেব—তোর জন্যে—শুধু তোর জন্যে তাই আমি মেনে নেব। আমাদের সম্পত্তির

উপর বন্ধক সে তুলে নিতে চায়, যদি আমি—যদি আমি—তার স্ত্রী হ'তে স্বীকৃত হই।

হরিরাজ। তুমি—তুমি, মা? তার এত বড় সাহস হ'লো—

মুক্তিকা। চুপ! সে ঠিকই বলেছে। আত্মত্যাগটা একদিক দিয়ে করতে হবে—হয়ত তোকে নয় আমাকে দুঃখ সইতে হবে। জীবন এখনো তোর সাম্‌নে প'ড়ে রয়েছে—আমার দিন অনেকটা পিছনে পড়েছে—তোর জন্যে, হরিরাজ—তোর জন্যে—তুই ই আমার গর্ব্ব—তুই ই আমার আশা—তুই ই আমার সব—ওঃ! জীবনের চেয়ে বেশী আমি তোরি জন্যে ত্যাগ কর্‌বো।

হরিরাজ। কখ্‌খনো নয়, কখখনো নয়! যে তোমাকে এমন অপমান করেছে সে কুক্কুরের জিভ্‌টাকে তার গলা থেকে টেনে কেটে নিয়ে আস্‌বো।

মুক্তিকা। বোকা ছেলে! কাল্‌কে রাত হবার আগেই যে আমরা রাস্তার ভিক্ষুক হ'য়ে যাব—এ বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি, মানসম্ভ্রম—সব ছেড়ে যেতে হবে। দারিদ্র্য এবং অপমান যে দুয়োরে দাঁড়িয়ে আছে, ঠেকাবি কি ক'রে? তুই ছেলেমানুষ, নিজের সুখ ছাড়া কিছু দেখ্‌বার শক্তি নেই তোর।

হরিরাজ। ওঃ! মা, মা, কি করা যায়? কঙ্কার সহিত আমার বিয়ে—অসম্ভব।

( পাহাড়ের উপর দিয়া উঠিতে উঠিতে কুম্ভের প্রবেশ )

কুম্ভ। ধীরে, রাজা—এতবড় গলায় বল্লে দিদিরাণী শুন্‌তে পাবে—এ দিকেই আস্‌ছে।

মুক্তিকা। লোকটা কি আমাদের কথা সব শুনেছে ?

হরিরাজ। শুনে থাক্‌লেও কোন ক্ষতি নেই। গোপন কথা দিয়ে আমার নিজের মনের চেয়ে তাকে বরং বেশী বিশ্বাস কর্‌তে পারি।

মুক্তিকা। ( অৰ্দ্ধ স্বগত ) কঙ্কার সঙ্গে আমি এখন দেখা কর্‌তে পারবো না। রাত্রিটা ভাবি—হয় এস্পার, নয় ওস্পার —কাল্‌কে একটা হ'য়েই যাবে। আসি বাবা হরিরাজ !

( নিষ্ক্রান্ত )

কুম্ভ। রাজা, দিদিরাণী আসল কথাতো জানেই না—জানে না যে তুমি কজ্জলাকে বিয়ে করেছ।

হরিরাজ। চুপ ! সয়তান ! কোন্ সাহসে তুই আমার এই বোকামির কথা আমার মুখের উপর বল্‌ছিস ?

কুম্ভ। ঠিক্, রাজা, আমি ভারি বদলোক—তোমাকে এ কথা মনে করিয়ে দিলুম।

হরিরাজ। আমার রাণীর মত গর্ব্বিতা মা এ শুন্‌লে কি বল্‌বেন ? কজ্জলাকে পুত্রবধূ ক'রে বাড়ীতে গ্রহণ করার কথাই বা তাঁকে কি ক'রে বলি ? কজ্জলা—কিছুই জানে

না সে ভদ্রসমাজের রীতিনীতি, জানে না সে ভদ্র-ভাবে কথা বলার এবং চলার ভঙ্গী ! ওঃ ! কি করিছি আমি ? কি করিছি আমি ?

কুম্ভ। হায় ! এই পুরোণো বড়ঘরের শেষে কি এই দশা হ'লো ! চাষার মেয়ে হবে কি না রাজার বাড়ীর বৌ !

হরিরাজ। চুপ কর্, পাজি ! আমার স্ত্রী সম্বন্ধে তুই অমন কথা বল্‌ছিস্ ! ঐ মুখ থেঁতো ক'রে দেব না !—হায় ! আমার দরিদ্রা, সুন্দরী, পতিগত প্রাণা কজ্জলা !

কুম্ভ। সুন্দরী বল্‌তে সুন্দরী ! এমন আয়না তৈরী হয়নি যা তার মুখের ছবি ঠিক ধর্‌তে পারে ! জলের উপর দিয়ে যখন তাকে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাই তখন মাছগুলো উপরে এসে উঁকি দেয় তাকে দেখ্‌তে—আকাশের চন্দ্রতারাও সেই মুখের দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে।

হরিরাজ। আমারি দোষ—একা আমারই—আমি একাই ভুগ্‌ব সব।

কুম্ভ। ওঃ ! দোষ আমারো তো—আমিও ভুগ্‌ব না কেন তোমার সঙ্গে, রাজা ?

হরিরাজ। ( কুম্ভের উপর হাত রাখিয়া ) কুম্ভ, যা নৌকায় যা—প্রস্তুত হ'য়ে থাক্—নীল পাহাড়ে যাব ( পিছনে আলোকের দিকে চাহিল ) ( নিষ্ক্রান্ত )

কুন্ত। ভয় নেই, রাজা! ওই ব্যাটা কিরক, চায় এই পুরোণো ঘরের সর্ব্বনাশ কর্তে। ছেড়ে দাও সব কুন্তের উপর। কুন্ত একাই সব ঠেকাতে পার্বে। (চিঠিটা পাইল)—এই তো কজ্জ্বলার চিঠি এতক্ষণ খুঁজে পাচ্ছিলুম না; এ দিয়ে আর এখন কি হ'বে। দেখি কি লিখেছে—"তোমার কজ্জ্বলার কাছে ফিরে এস, তোমাকে দু'দিন দেখিনি, তোমাকে এক মুহূর্ত্তও ভুল্তে পারি না। কজ্জ্বলা।" (আলোকের কাছে গিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়িল)

(দণ্ডভৃৎ ও কঙ্কার প্রবেশ।)

কঙ্কা। ওরা চ'লে গেছে?

দণ্ডভৃৎ। প্রায় মধ্য রাত্রি হ'য়ে এল।

কঙ্কা। বাড়ীতে ঢুক্‌বার আগে জান্‌তে চাই আমি, যে কোন্ সে মেয়ে আপনার হৃদয় অধিকার ক'রে বসেছে। স্বীকার কচ্ছেন তো প্রেমে পড়েছেন—চোখেই তো মালুম হয় যে প্রেমে একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

দণ্ডভৃৎ। তা স্বীকার কচ্ছি—কিন্তু আপনার ক্ষমতাও সেই রহস্য আমার বুক থেকে টেনে বের কর্‌তে পার্‌বে না। আমাকে জিজ্ঞেস্ করবেন না, কারণ মিথ্যা কথা আমি বল্‌তে পারবো না, সত্য বল্‌বার সাহসও নেই আমার। নিষ্ক্রান্ত)

কঙ্কা। উনি আমাকে ভালবাসেন—ওঃ! ভালবাসেন—ছোট্ট পাখীটা আমার বুকে নীড় বাঁধ্‌ছে। ওঃ! আনন্দ যে আর হৃদয়ে ধ'রে রাখ্‌তে পার্চ্ছি না।

**কঙ্কার গান**

আজি যে আনন্দ ধরে না হৃদয়ে!
আমি তো ফেলেছি আপনা হারায়ে!
আমারি তরে সে অধীর পাগল,
গেল মন-চোর সে কথা জানায়ে!
রমণীর প্রেম-কোমল পরাণে,
এসগো তৃষিত চির-সুধা পানে!
আমোদে অধীরা, চপল মুখরা,
আমি আছি তব পথ চাহিয়ে!

কুন্ত। (যেন দণ্ডভৃৎকে ডাকিতেছে) আজ্ঞে, আজ্ঞে!

কঙ্কা। কে?

কুন্ত। আমি মাঝি—নীচে দাঁড়িয়ে—ভদ্রলোকটির অপেক্ষা কর্‌ছি।

কঙ্কা। কোন্ ভদ্রলোকটি?

কুন্ত। এই যে এখ্‌খনি গেলেন—তাঁরি জন্যে।

কঙ্কা। দণ্ডভৃৎ কি এই সময়ে নৌকা ক'রে বেরোন নাকি?

কুন্ত। আমার বলা ঠিক নয়—কিন্তু প্রতি রাত্রে নীল

পাহাড়ের গায় একটা আলো জ্বলে—তা' দেখে তিনি হ্রদ পার হ'য়ে সেখানে যান। এই যে এখানে এক টুক্‌রো কাগজ ফেলেছেন—দরকারি নয়তো ? ( কঙ্কাকে দিল )

কঙ্কা। আমি ফেলেছি ! ( আলোকের কাছে গিয়া পড়িল )

কুম্ভ। ( স্বগত ) ওরে ব্যাটা কিরক, তুই রাজার সর্ব্বনাশ কর্‌বি, না ? দেখ্, এখন কি ক'রে সব উল্‌টিয়ে দিই।

কঙ্কা। দণ্ডভৃতের কাছে লেখা কোনো কৃষাণবালার প্রেম-লিপি ; উনি যে প্রেমের কথা বল্‌ছিলেন তা' এরি জন্যে বোধ হয় ! আমি কি তাহ'লে প্রবঞ্চিত হয়েছি ?

কুম্ভ। আমি যাই—ঐ তো সঙ্কেত জ্বলে উঠেছে।

কঙ্কা। সঙ্কেত ?

কুম্ভ। নীল পাহাড়ের গায় ঐ আলো দেখ্‌তে পাচ্ছেন ? একটি কুটীরের দরজায় এ জ্বালা হয়েছে—এই আলো তিন বার স'রে যায় আর বেড়িয়ে আসে—যেন বল্‌তে চায়—"তুমি কি আস্‌ছ ?" তারপর উপরের ঘর থেকে (উপরের দিকে ঘর দেখাইয়া দিল) যদি ঐ বাতিটা মিট্‌ মিট্‌ কর্‌তে থাকে তাহ'লে উত্তর বোঝা যাবে—"না", আর বাতিটা যদি নিবে যায়, তা'হলে তিনি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন—আর আমরা নৌকা

ছেড়ে দি। দেখুন! (কুটীরের আলোক অন্তর্হিত হইল) এই এক। (আলো আবির্ভূত হইল) এই আবার। (অন্তর্হিত) এই দুই। (আবির্ভূত) বলিনি আপনাকে? (অন্তর্হিত) দাঁড়ান, উত্তরটা এখনি দেখ্‌তে পাবেন। (উপরের জানালা হইতে আলোক অন্তর্হিত হইল।) এই আমার ভদ্রলোকটি! বুঝ্‌লেন তো'—উনি যাচ্ছেন। যাই এখন।

কঙ্কা। দাঁড়াও, এই অর্থ নাও—দণ্ডভৃৎকে ব'লো না যে আমি একথা জানি।

কুম্ভ। কখ্‌খনো বল্‌বো না। (সরিয়া গেল)

কঙ্কা। আমি প্রবঞ্চিত হইনি; উনি আমাকে ভালবাসেন তাই আমাকে বুঝাতে চেয়েছেন। ওই! কে যেন বাগানে লাফিয়ে পড়্‌ল।

(পিছন দিকে চাহিয়া নিষ্ক্রান্ত)

(গায় কাপড় জড়াইয়া হরিরাজের প্রবেশ।)

কুম্ভ। (অগ্রসর হইয়া) আমি প্রস্তুত।

(হরিরাজ ভালো করিয়া গায় কাপড় মুড়ি দিয়া পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল, কুম্ভ পিছনে গেল)।

কঙ্কা। (লুকাইয়া থাকিয়া) সেই, সেই।

(হরিরাজকে দণ্ডভৃৎ বলিয়া ভুল করিল।)

---

## ৩য় দৃশ্য।

পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথ গিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের অল্প পূর্ব্বে।

( কিরকের প্রবেশ। )

কিরক। উপরের পাহাড় থেকে দেখেছি "লাল পাহাড়ের" নীচ থেকে নৌকা ছেড়ে চ'লে গেল। হ্রদ পার হ'য়ে কুটীরে যাচ্ছে। কুটীরের এই মেয়েটা কে? যুবক হরিরাজের এই গোপন ভালবাসার পাত্রীটি কে? এ আমি বের ক'রে ছাড়্‌ব।

মন্দার। ( বাহিরে গান ধরিল )

### মন্দারের গান।

মজা! মজা! মজা!
আমিই শুধু বইনা বোঝা!
চেয়ে দেখ দুনিয়ার
ছোট বড় সবাকার
কত ভাবে কত বোঝা,
ঘুর্‌ছে সবাই কলুর বলদ
ঘানি গাছে চোখ-বোজা!
মজা! মজা! মজা!
বোঝার জন্য সবাই পাগল,
বোঝা ছুট্‌লে হয় বিকল!
ভূতের বেগার খাট্‌তে সবাই
চল্‌ছে ছুটে সোজা!
মজা! মজা! মজা!

করক। একে? ঐ ব্যাটা ঘোড়া চোর মন্দার নয় কি?
ঐ আস্‌ছে।

( গান গাহিতে গাহিতে কাঁধে বোঝা লইয়া মন্দারের প্রবেশ। )

—মন্দার নাকি?

মন্দার। না! আমি নই, আমার ভাই।

কিরক। আমি তোমাকে চিনি।

মন্দার। তাহ'লে "নাকি" বল্লে কেন?

কিরক। একটু ভদ্রভাবে কথা বল্‌তে ক্ষতি কি? ভদ্রতায় তো পয়সা খরচ হয় না।

মন্দার। বটে! হয় না নাকি? রাজকর্ম্মচারী, কিছু ঘুষ দিয়েই যে "ভদ্রতা" কর্‌তে হয়।

কিরক। তোমার কাঁধে কি?

মন্দার। সে দিয়ে দরকার?

কিরক। আমি রাজকর্ম্মচারী, উত্তর দিতে বাধ্য কর্‌তে পারি।

মন্দার। এ আমার মার তোষকের জন্য তুলা।

কিরক। ভিতরে মদের বোতল আছে?

মন্দার। ভিতরে কি আছে সে কে জানে—ভিতরে আর কারু যেমন চোখ যায় না, আমারো তো তেমনি চোখ যায় না।

কিরক। শোন মন্দার, যেমন খারাপ ভাব, আমি তেমন খারাপ লোক নই।

মন্দার। সে শুনে এখন দরকার ?

কিরক। যেমন ভাব আমি তেমনি নই।

মন্দার। তাই নাকি ? আপনি তো তাহ'লে বেশ সং সাজ্‌তে পারেন !

কিরক। না, মন্দার ! লোকে আমাকে যেমন বলে তেমন খারাপ নই।

মন্দার। (কাঁধ হইতে বোঝা রাখিয়া তার উপর বসিয়া) ঠিকইতো—নিন্দা করাটাই হ'লো মানুষের কাজ। আপনি সে রকম হ'তে যাবেন কেন ?

কিরক। দেখ্‌বে আমি কেমন ভদ্রলোক—খুব দয়ালু—তোমাকে আমি সব বিষয়েই রক্ষা কর্‌বো।

মন্দার। বেঁচে থাকুন।

কিরক। মন্দার, কিছুদিন আগে তো তুমি ঘোড়ার ব্যবসা কর্‌তে, এখন তো সব ছেড়ে ছুড়ে ভবঘুরে হ'য়ে ফির্‌ছ।

মন্দার। বরাতে করে সব, বরাতে করে !

কিরক। না হে, কজ্জলার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ, তাই—নীল পাহাড়ের সুন্দরীটি তোমার হৃদয় হরণ করেছে সে তো আমি জানি—আর তারি জন্যে আজ তোমার এই দশা।

মন্দার। হ'তে পারে।

কিরক। এ সত্যি। পাহাড়ের গর্ত্তে বন্য পশুর মত তুমি এখন বাস কর। রাত্রিতে ঘন ঘন তোমার বন্দুক শোনা যায়। ঘুম নেই—সারারাত শিকারে কাটাও, খারাপ রাত হ'লে পাহাড়ের গুহায় ব'সে ব'সে মদ চালাও, কেমন? জানি আমি, এইতো তোমার জীবন।

মন্দার। তা' অস্বীকার করবার যো নেই।

কিরক। আচ্ছা, এখন যদি তুমি একটি বাড়ী পাও, গরু বাছুর মহিষ পাও, চাষের জমি পাও, তাহ'লে কজ্জলা খুসি হ'য়ে তোমার কাছে চ'লে আসে, না?

মন্দার। তা' জানি না। তবে শুনিই না আমার গোহাল রাত পোহাতে না পোহাতে এমন গরু বাছুরে কি ক'রে ভ'রে উঠ্‌বে?

কিরক। তুমি শুধু ঐ নীল পাহাড়ের কুটীরে কে থাকে জেনে দিবে।

মন্দার। সে তো জানি—কুম্ভ থাকে আর তার মা শীলা।

কিরক। হাঁ, মন্দার, আর একটি মেয়ে কে থাকে এখানে লুকিয়ে?

মন্দার। ওঃ!

কিরক। সে শুধু রাত্রে বের হয়।

মন্দার। পেঁচার মত।

কিরক। সেই হরিরাজের উপপত্নী।

মন্দার। (কিরকের গলা ধরিয়া) এ্যাঁ! এ্যাঁ!

কিরক। আরে—আরে—মন্দার—পাগল হয়েছ?

মন্দার। না—হয়েছে কি; কেন—কেন—আপনি এমন ভাবে আমার উপর হাত তুল্লেন?

কিরক। কই, তুলিনি তো!

মন্দার। আমি মনে ক'রেছিলাম তুলেছেন। মাপ কর্‌বেন, লাগেনি তো?

কিরক। বেশী নয়।

মন্দার। ঐ মেয়েটা কে জান্‌তে চান?

কিরক। এই নাও। (অর্থ দিল) আরো সব দেব—খবর দিলে।

মন্দার। বেঁচে থাকুন। (স্বগত) রাজকর্ম্মচারীর কাছ থেকে এই প্রথম কিছু পাওয়া গেল; জীবন ভ'রেই তো দিয়ে এসেছি।

কিরক। আজকে রাত্রে পাহাড়া দেবে?

মন্দার। একটু পরে সেই কুটীরেই থাক্‌বো আমি।

কিরক। তাই তো চাই—বেশ ব্যাটা!

মন্দার। (স্বগত) সেইখানেই তো চল্‌ছিলুম।

কিরক। কাল সব খবর নিয়ে আমার বাড়ী যাবে?

মন্দার। যাব।

কিরক। আসি তবে। (নিষ্ক্রান্ত।)

মন্দার। ব্যাটা যখন বল্লে কজ্জ্বলা হরিরাজের উপপত্নী, তখন আর আমি সইতে পারলুম না। ইচ্ছে হ'য়ে ছিল, গলা টিপে ওর ভবলীলা শেষ ক'রে দি! হায় রে কজ্জ্বলা! তোর উপর পাহাড়া! প্রতি রাত্রে ঐ তারাটি যেমন তোর কুটীরের ফাঁক দিয়ে তোর মুখের উপর তাকিয়ে থাকে, তেম্নি যত দূরেই থাকি না কেন আমি, আমার মন যে দিনরাত তোকে পাহাড়াই দিচ্ছে রে!

**মন্দারের গান।**

দিনরাত আমার মন
প'ড়ে আছে তোর উপরে।
কথা তোর আমার কানে
সদাই যেন মধু ক্ষরে॥
সুধা মাখা মুখটি তোর,
সাধ মিটে না দেখে মোর!
যত পাই ততই চাই,
একি যাদু করলি মোরে॥

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

( নীল পাহাড়ে শীলার কুটীর ; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তুঙ্গপদ বসিয়া ধূমপান করিতেছে। জানালা দিয়া কজ্জলা হ্রদের দিকে চাহিয়া আছে )।

### কজ্জলার গান ;

ওগো, আমি যে তোমার
খেলার পুতুল !
আমায় স্মরিতে, আমা প্রাণ দিতে,
মিনতি যেন গো হয় না ভুল ॥
তুমি সত্য সখা, আমি যে কল্পনা,
তুমি বর, আমি নীরব সাধনা !
তুমি কায়া, আমি ছায়া,
তোমারে লভিতে চির আকুল ॥

তুঙ্গপদ। আয় তো মা, কজ্জলা। গা' তো মা, আবার—ঐ গানখানা গা'তো।

কজ্জলা। আচ্ছা, বাবাঠাকুর।

( গান )

ওগো আমি যে.....................( ইত্যাদি )

তুঙ্গপদ। যা শীত ! তামাকে যেন শরীর গরম হচ্ছে না। একটু মদ না হ'লে চল্‌ছে না। মন্দারটা এখনো

এলো না কেন? দেখিতো কজ্জ্বলাকে জিজ্ঞেস্ ক'রে। (ডাকিল) কজ্জ্বলা!

কজ্জ্বলা। কেন, বাবাঠাকুর?

তুঙ্গপদ। ও কি এসেছে?

কজ্জ্বলা। না, তার নৌকা এখনো আধা মাইল দূরে আছে।

তুঙ্গপদ। আধা মাইল! ও আস্‌তে আস্‌তে আমার গলা শুকিয়ে যাবে যে!

কজ্জ্বলা। তুমি কি হরিরাজের কথা বল্‌ছ?

তুঙ্গপদ। না রে! মন্দারের কথা।

(মন্দারের প্রবেশ।)

মন্দার। ভয় নেই—এইতো এসেছি, বাবাঠাকুর।

(পাত্র লইয়া শীলার প্রবেশ।)

তুঙ্গপদ। (এক চুমুক খাইয়া) বেশ বাবা, মন্দার! কজ্জ্বলা, মা, এই ছোড়াটাকে দেখ্‌লে তোর কষ্ট হয় না?

কজ্জ্বলা। না, বাবাঠাকুর। তাকে আর ততটা খারাপ মনে হয় না এখন; অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে ব'লে বোধ হয়।

মন্দার। হাঁ, ঝড় কেটে গেছে—ঠাণ্ডা হাওয়া এবং পিনপিনে বৃষ্টিকে মাথায় নিয়েই আমি স্থির হ'য়ে বসেছি।

তুঙ্গপদ। হয়ত সে তোমাকে স্ত্রী বল্‌তে লজ্জিত হয়, তার চেয়ে এই মন্দারকে বিয়ে কর্‌লেই তোমার হ'তো ভালো।

কজ্জ্বলা। তিনি লজ্জিত নন্—তিনি আমাকে নিয়ে গর্ব্বই

বোধ করেন। চাষার মেয়ের মত কথা যখন আমার মুখ দিয়ে বেরোয়, কিম্বা যখন কোনো অন্যায় কাজ করি, শুধু তখনি তাঁর ব্যথা হয়। কিন্তু আমি ভদ্র কথা বল্‌তে শিখ্‌ছি, আর কোনো অন্যায় কাজ ও কর্‌বো না ঠিক করেছি—আমি সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'য়ে উঠ্‌বো।

মন্দার। হায়! আসলটা আমার কাছে রেখে যদি শুধু তোর উন্নতিটাই সে নিয়ে যেত! হায়! নইলে তুই যদি যমজ হ'তি!—কি বক্‌ছি পাগলের মত! প্রকৃতিও তো এমন দুটি গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌তো না।

কজ্জ্বলা। বেচারি মন্দার, তুমি কি আমাকে এখনো এতদূর ভালবাস?

মন্দার। তোর জন্যে কি আমি সব ছেড়ে দিইনি রে? তোকে দেখা অবধি আমার জীবনে দিন রাত আর তফাৎ আছে কিরে? উপরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরি—গুহায় প'ড়ে থাক্‌লেও সেখান থেকে এই কুটীর পরিষ্কার দেখা যায়। ওরে! চোখের জল যদি বিষ হ'তো তাহ'লে ঐ পাহাড়ের গায় একটুকুন সবুজ রংও আর দেখ্‌তে পেতিস্—সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতো।

কজ্জ্বলা। কিন্তু তুমি তো জান্‌তে আমার বিয়ে হয়েছে।

মন্দার। কই আগে তো জান্‌তুম না। পরে বাবাঠাকুর বল্লে—"মন্দার, কজ্জলার কাছে যাও।—ও তোমাকে একটি কথা বল্‌বে।" আমি এলুম, তুই বল্লি তুই হরিরাজের স্ত্রী। আমি ভাব্‌লুম—ঠিক হয়েছে—আমি কোথাকার এক ভব-ঘুরে—আমি কি তোর উপযুক্ত!

(মদ পান।)

শীলা। ও থাক্‌ এখন। কজ্জলা, এখন একটা গান গেয়ে দাদাঠাকুরকে একটু ফূর্ত্তি দিয়ে দে না।

কজ্জলা। হরিরাজ আমাকে চাষার গান আর গাইতে মানা করেছেন। তিনি বলেন—এ ছোট লোকের কথা।

তুঙ্গপদ। এই কথাই তো মনের কথা, মা! ভদ্র কথা তো মনকে খুলে না রে, মনকে সব রকমে ঢেকে রাখ্‌তেই চেষ্টা করে। অন্তরে অন্তরে তুই চিরকাল চাষাই থাকিস্‌ মা, এই আশীর্ব্বাদ করি। এখন একটা খাঁটি মনের গান গা'তো, মা!

(কজ্জলার গান; মন্দার মাঝে মাঝে কোরাসে যোগ দিল।)

আমি কভু তোমা ছাড়া নই!
মিলনে তোমার পাইগো হৃদয়ে,
বিরহে তোমারি স্মৃতিময়ী!
গ'ড়ে নাও মোরে মনোমত ক'রে,
এ প্রেম-অঞ্জলি পড়ে যেন ঝ'ড়ে,
হৃদয়-দেবতা তব পায়ে অই॥

হরিরাজ। (বাহির হইতে) শীলা—শীলা!

শীলা। (উঠিয়া) চুপ! রাজা এসেছে।

কজ্জলা। (ভীত হইয়া) হরিরাজ। ওঃ! এখানে আমাদেরে দেখ্‌লে উনি কি বল্‌বেন—দৌড়ে পালাও, মন্দার—শীগ্‌গীর, মাসী এই সব সরিয়ে নিয়ে যাও।

তুঙ্গপদ। তাড়াতাড়ি—নইলে কজ্জলাকে আমরা বিপদে ফেল্‌বো।

(সকলে মদের পাত্র ইত্যাদি সরাইয়া ফেলিল।)

হরিরাজ। শীলা!

(তুঙ্গপদ, মন্দার দ্রুত নিষ্ক্রান্ত।)

শীলা। এস, রাজা।

(শীলা দ্রুত নিষ্ক্রান্ত।)

(দরজা খুলিয়া হরিরাজ ও কুম্ভের প্রবেশ; কুম্ভ তখনি বাহির হইয়া গেল।)

কজ্জলা। ওঃ, হরিরাজ, এত রাতে এলে?

হরিরাজ। এসব চাষাভূষোর কথা আমার মুখের উপর ব'লো না বল্‌ছি—কি হয়েছে? ফাঁদে-পড়া পাখীর মত কাঁপ্‌ছ যে বড়?

কজ্জলা। ফাঁন্দে-পড়—না—না—ফাঁদে-পড়া পাখীর মত কাঁপ্‌ছি—আমি?

হরিরাজ। তামাকের আর মদের কি বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে! কে ছিল এখানে?

কঙ্কলা। বাবাঠাকুর ছিল, আর মন্দার আইসে—না—না এসেছিল।

হরিরাজ। আমার স্ত্রীর উপযুক্ত সঙ্গই বটে—একটা ভব-ঘুরে!

কঙ্কলা। আঃ! কে তাকে কইরেছে ভব-ঘুরে? তোমাকে দেখ্‌বার আগে তো সেই আমাকে ভালবাস্‌তো, আমিও তাকে স্নেহ কইর্‌তুম্।

হরিরাজ। থাম, কঙ্কলা—আমার স্ত্রী যে এমন অবস্থায় ছিল, সে আর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো না।

কঙ্কলা। তুমি রাগ কইরলে তাকে এখানে আস্‌তে মানা কইরে দেব। সে আমাকে ভালবাসে, আমার কথা শুইনে আর আস্‌বে না।

হরিরাজ। আমার চেয়ে বেশী বাসে, না?

কঙ্কলা। না, তা কি বল্‌ছি আমি? ওঃ! তুমি তোমার কঙ্কলার সাথে এমন কইরে কথা কও কেন?

হরিরাজ। "এমন কইরে"! তুমি "ক'রে" বল্‌তে পার না?

কঙ্কলা। চেষ্টা করব—চেষ্টা কচ্ছি। বড় শক্ত—কিন্তু তোমার জন্যে আমি কি না কইরতে পারি।

হরিরাজ। 'কইরতে' নয়—'কর্‌তে'—'কর্‌তে'! বুঝ্‌লে?

কঙ্কলা। হাঁ বুঝ্‌লুম—আর ভুল বোধ হয় হবে না।

হরিরাজ। (স্বগত) এ অসম্ভব! একে কি ক'রে স্ত্রীরূপে নিজে হাজির করি? ওঃ! এর সঙ্গে নিজকে জড়িত করা

কি পাগলামিই হয়েছে—হোক্ না এ খুব ভালো—খুব সুন্দরী।

কজ্জ্বলা। হরিরাজ, তোমাকে ভারি মলিন দেখাচ্ছে, কি হয়েছে?

হরিরাজ। কিছু নয়, শুনে সুখী হবে না এমন কিছু নয়।

কজ্জ্বলা। কি বইল্‌ছ তুমি?

হরিরাজ। 'বইল্‌ছ'! 'বল্‌ছ'—'বল্‌ছ'!

কজ্জ্বলা। হাঁ—মাপ কর আমাকে।

হরিরাজ। আমি বল্‌ছি যে আগামী কল্যের পর আর আমাদের বিয়ের কথা গোপন রাখ্‌বার দরকার হবে না, কারণ আমি তখন পথের ভিক্ষুক হব। শক্রজিতের মহিষী—আমার মা—হবেন পরের অনুগ্রহের ভিখারিণী—সেই লজ্জার মধ্যে শক্রজিৎ-তনয় কা'কে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্‌লে সে খোঁজ আর কেউ নেবে না।

কজ্জ্বলা। তুমি কি ভাব তুমি আমার কাছে নেবে আস আমি তা' চাই? তুমি আমাকে জানো না। দেখ হরিরাজ, তুমি আর আমাকে স্ত্রী ব'লে ডেকো না—কাউকে জান্‌তে দিও না যে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমি দাসী হ'য়ে তোমার মার ঘরে যাব—তুমি যেতে যেতে যে খুসির হাসি হাস্‌বে সেই হবে আমার একমাত্র পুরস্কার।

হরিরাজ। তুমি নির্ব্বোধ! আমি বলিছি তোমাকে—কাশ্মীরের সব চেয়ে ধনী ঘরের উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে। তার অর্থ ই এখন আমাকে আসন্ন সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আজ রাত্রে মা জেনেছেন যে এখানে আমি এসে থাকি,—আর তুমি কে তাও মাকে বলিছি।

কজ্জ্বলা। ওঃ! তিনি কি কইলেন?

হরিরাজ। শুনে তাঁর মন ভেঙ্গে গেল।

কজ্জ্বলা। হরিরাজ! কোনো আশা কি নেই?

হরিরাজ। নেই। আমার জানা আছে, এমন কিছুই নেই।

কজ্জ্বলা। একটা আছে আমি দেখ্‌ছি।

হরিরাজ। আছে। আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন আমরা একরূপ শিশু ছিলুম—গোপনে যে পুরোহিত আমাদের বিবাহে বদ্ধ করেছিল সে নেই। কুন্ত ছাড়া এ বিয়ের কোনো সাক্ষী নেই। তার কথা এবং পুরোহিতের লেখা এক টুক্‌রা কাগজ ছাড়া এ বিবাহের আর কোনো প্রমাণ নেই।

কজ্জ্বলা। ( বুক হইতে কাগজ বাহির করিল ) এই!

হরিরাজ। কজ্জ্বলা! আমার চিরন্তন ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার যদি কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তো এই প্রমাণ তুমি রেখে দাও, এ দিয়ে তুমি আমার ঘরে আশ্রয়ের

দাবী কর্‌তে পার্‌বে; কিন্তু হায়! আমার হৃদয়ে আশ্রয়ের দাবী ক'রেই যদি তুমি ক্ষান্ত থাকৃতে!

কজ্জলা। তা'তে কি তোমার রক্ষা হবে? তোমার মা কি আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন?

হরিরাজ। তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন—তিনি তোমাকে বুকে তুলে নেবেন।

কজ্জলা। কিন্তু তুমি—অন্য একজন এসে তোমাকে বুকে তুলে নেবে।

হরিরাজ। ওঃ! কজ্জলা! প্রিয়ে! তোমাকে কি আমি ভুল্‌তে পারি? জীবন থেকে অধিক যে তুমি আমার জন্যে ত্যাগ কর্‌ছ তা' কি আমি মনে না রেখে পারি!

কজ্জলা। ওগো! যখন তুমি অমন ক'রে আমার কাছে কথা কও তখন আমি সব দিয়ে দিতে পারি—আমার জীবন, আমার হৃদয়—সব।

**কজ্জলার গান**

অদেয় তোমায় কি আছে আমার!
আমার যা কিছু সকলি তোমার।
তোমারি জীবনে জীবন আমারি,
তোমা বিনে আমি প্রাণে যে মরি!
তুমি সুখী হ'লে আমারি সে সুখ,
তব দুঃখে মম ভেঙ্গে যায় বুক!
জেনো কিছু নেই অধিক আমার,
তোমা চেয়ে মম এজগতে আর॥

ওঃ! হরিরাজ! আমি তোমাকে ভালবাসি,—বড় ভালবাসি। নিয়ে যাও এই কাগজ—ছিঁড়ে ফেল।

( হরিরাজ কাগজ লইল )

( দরজা খুলিয়া মন্দারের প্রবেশ )

মন্দার। না। কখ্‌খনো ছিঁড়্‌তে পার্‌বে না।

হরিরাজ। পাজি! তুই শুন্‌ছিলি সব?

মন্দার। সব কথা। দেখ্‌লুম কুম্ভ আছে দরজার ফাঁকে কান দিয়ে, কাজেই জানালার অপর ফাঁকটির কাছে আমাকে যেতে হ'ল। কজ্জ্বলা, কাগজ ফিরিয়ে নাও—এ প্রমাণ নষ্ট হ'তে তুমি দিতে পার না। অপর একটি মেয়েকে প্রবঞ্চিত করুক, তা'কে উপপত্নী ক'রে রাখুক এই কি তুমি চাও? কারণ এ দেশের আইনে এক স্ত্রী থাক্‌তে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা নিষেধ। আর হরিরাজ অপর কাউকে বিয়ে কল্লেও তোমার ভালবাসাতো শেষ হ'য়ে যাবে না—সে তো আমার নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝ্‌ছি। সে ভালবাসাটাই কি অন্যায় হবে না?

কজ্জ্বলা। না, না,।

হরিরাজ। চোর! ভবঘুরে! তুই আমাকে ন্যায় অন্যায় শিখাবি?

মন্দার। আমি চোর, আমি ভব-ঘুরে অতি ঠিক কথা। কিন্তু আমার গলাটি ফাঁসী কাঠে থাক্‌লেও এ অবস্থায় আমি হরিরাজের মত বড় ঘরের যুবককে বল্‌তুম যে তার এই কাজ চোর ভব-ঘুরের ঘৃণারও অযোগ্য।

( তুঙ্গপদ, শীলা এবং কুন্তের প্রবেশ। )

( হরিরাজ কাগজ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল )

হরিরাজ। তাই হোক—কজ্জলা, বিদায়! তোমার ঘর থেকে এসব জীব পরিষ্কার হ'য়ে না স'রে যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমার আর মুখও দেখ্‌তে পাবে না।

( নিষ্ক্রান্ত—কুন্তও পিছনে গেল )

কজ্জলা। হরিরাজ—হরিরাজ! ( অগ্রসর হইয়া ) আমাকে ফেলে যেয়ো না, হরিরাজ!

তুঙ্গপদ। ( বাধা দিয়া ) থাম, কজ্জলা। ( কুন্ত ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে লাগিল )

কজ্জলা। চ'লে গেছে—ওগো! চ'লে গেছে!

তুঙ্গপদ। দাও তো আমাকে কাগজখানা, মন্দার! ( মন্দার কাগজ কুড়াইয়া দিল ) আমার সাম্‌নে এখানে জানু পেতে বসো, কজ্জলা—কাগজটি বুকে রাখ।

কজ্জলা। ( জানু পাতিয়া ) ওঃ! কি কর্‌ব আমি—কি কর্‌ব!

তুঙ্গপদ। তোমার হাত রাখ এখন এর উপর।

কজ্জলা। ওঃ! আমার বুক—আমার বুক যে ফেটে পড়্‌ছে!

তুঙ্গপদ। চুপ্‌। এখন আমি যা' বলি বল—ভগবানের নাম নিয়ে—

কজ্জলা। ভগবানের নাম নিয়ে—

তুঙ্গপদ। শপথ কচ্ছি—

কজ্জলা। শপথ কচ্ছি—

তুঙ্গপদ। কি ঘুমন্ত কি জাগ্রত অবস্থায়—

কজ্জলা। কি ঘুমন্ত কি জাগ্রত অবস্থায়—

তুঙ্গপদ। আমি আমার জীবনের পবিত্রতার ও সত্যতার এই প্রমাণ—

কজ্জলা। আমি আমার জীবনের পবিত্রতার ও সত্যতার এই প্রমাণ—

তুঙ্গপদ। কখনো আমি আমার বক্ষোদেশ হ'তে ত্যাগ করব না।

কজ্জলা। কখনো আমি আমার বক্ষোদেশ হ'তে ত্যাগ করব না।

(কজ্জলা চীৎকার দিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।)

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী পথ।

হরিরাজ ও কুম্ভের প্রবেশ।

হরিরাজের হাতে একটি রক্তদল ফুল।

হরিরাজ। ওঃ! কি বোকার কাজই করিছি! আমার সৌভাগ্যের পথে আমার যে কার্য্য কণ্টকস্বরূপ দাঁড়িয়েছে তাকে ফিরাতে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে পারি।

কুম্ভ। তোমার মনে ভারি কষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌ছি, রাজা। তোমার কুম্ভ কি তোমার জন্যে কিছুই কর্‌তে পারে না? একবার মুখের কথা ছাড়, রাজা, আমি তারপর তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পার্‌ব।

হরিরাজ। কুম্ভ, বাস্তবিক আমার বড় কষ্ট। সেই সোন্নার মন্দিরে তোর কথা না শুনে আমি ভারি নির্ব্বোধের কাজই করিছি।

কুম্ভ। আমি বরাবর এ নিষেধ করিছি।

হরিরাজ। তাকে বিয়ে কর্‌তে আমি পাগল হ'য়ে গেছিলুম।

কুম্ভ। আমি জান্‌তুম রাজা, সে তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য নয়।

ভদ্রতা নেই, টাকা পয়সা নেই,লেখাপড়া জানে না—
এমন একটা চাষার মেয়ে হবে রাজার বৌ! এও
কি হ'তে পারে! আমি তোমাকে বলেইছি—
তখন তো শুন্‌লে না!

হরিরাজ। যা' হবার হয়েছে—এখন তো ফেরানো যায় না।

কুম্ভ। সে কি ক'রে বলি। তুমি একবার ব'লেই দেখ না—
গেঁরোটা সে নিজেই খুলে দেয় কি না।

হরিরাজ! না।

কুম্ভ। এই কি তোমার প্রতি তার ভালবাসা? যার জন্যে
তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌লে? তোমার সব শেষের
তুলনায় তার শেষটা কি? শেষ—চুলোয় যাক্‌—
সেটা আবার শেষ? ফুলটা তুলে কতক্ষণ হাতে
রেখে গন্ধ শুঁকি না, কতক্ষণ পর শুঁকিয়ে গেলে
আবার ফেলে দিই না ছুঁড়ে? ফুঃ! ভারি তো
একটা প্রাণী।

হরিরাজ। সে স্বীকার হ'তো, কিন্তু—

কুম্ভ। খুব সহজ এখনো, বল্‌ছি তোমাকে। একবার মুখের
কথা বল, আমি তাকে কাশ্মীর পার ক'রে উজ্জয়িনী
পার ক'রে, গুর্জ্জর পার ক'রে জাহাজে তুলে সমুদ্র-
পারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে আমার উপর ছেড়ে দাও
—দেখ্‌বে পথ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

হরিরাজ। আরে বোকা তার কাছে যে বিয়ের প্রমাণ রয়েছে, অন্যকে কি ক'রে বিয়ে করি? দু'বার বিয়ে! এরাজ্যের আইনে নেই। ছেলেপিলে যে জারজ সাব্যস্ত হবে।

কুন্ত। সব পরিষ্কার হ'য়ে যায় কোসে না রেখে তলোয়ারটি যদি হাতে তুলে নাও।

হরিরাজ। (তার দিকে ফিরিয়া) কি বল্‌ছিস্‌ তুই?

কুন্ত। শুধু তুমি মুখের কথা বল, রাজা! আমি তারপর তোমাকে কথা দিচ্ছি—কজ্জলা আর তোমার পথ কখনো মাড়াবে না। আর আমাকেও কোনো কথা তুমি জিজ্ঞেস্‌ ক'রো না। শুধু তোমার মত থাক্‌লে তোমার হাতের এই রক্তদল ফুলটি চিহ্নস্বরূপ আমাকে দাও, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

হরিরাজ। (গায়ের মুড়ি দেওয়া চাদর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কুন্তের উপর পড়িয়া তাকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া) পাজি! সেই মেয়ের গায়ে তুই কখনো হাত তুল্‌বি, কি কখনো তুল্‌বার চিন্তা কর্‌বি, তাহ'লে তোকে—

কুন্ত। ওঃ! মেরে ফেল্লে—ওগো, ছেড়ে দাও—আর কখনো—

হরিরাজ। যা! দূর হ'য়ে যা আমার সম্মুখ থেকে। আমি আমার এই সর্ব্বনাশ নিয়েছি বুক পেতে—সে আমাকে

বুকে ক'রেই রাখ্‌তে হবে! যে বুকটি আমার জন্যেই দুরু দুরু কচ্ছে—যে প্রাণের প্রদীপটি আমার জন্যেই দিবারাত্রি জ্বল্‌ছে—তাকে বন্ধ ক'রে দেব, তাকে ফুৎকারে নিবিয়ে দেব? আমি কি রাক্ষস্? আমাকে এমন অধঃপতিতই তুই মনে করেছিস্ যে আমাকে এই ইঙ্গিত দিতে তোর সাহস হ'লো? হতভাগা! পাজি!

কুম্ভ। আমাকে ওই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেল, রাজা।

হরিরাজ। শোন্ আমার কথা ভালো ক'রে এখন। এ দেশের রাণীকে যেমন আমার স্ত্রীকেও তেমনি সম্মান কর্‌বি। আর একবার তোর মুখে এই রকম ইঙ্গিত শুন্‌ব—আর তোর জীবন শেষ হবে। সাবধান ক'রে দিচ্ছি—ভুলিস্ না।

(নিষ্ক্রান্ত।)

কুম্ভ। (উঠিয়া হরিরাজের চাদর কুড়াইয়া লইল।) আঃ! সেই কোমল সুন্দর মুখটি! কজ্জ্বলার একটি কেশও তো কেউ ছুঁতে পার্‌বে না। কেউ নয়—অবিশ্যি সেই রক্তদলটি না দিলে। তা যদি দাও, তাহ'লে তোমার জন্যেই আমি এও কর্‌তে পারি, রাজা।

(নিষ্ক্রান্ত।)

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### মুক্তিকার প্রাসাদের একটি কক্ষ।

( কঙ্কার প্রবেশ। )

কঙ্কা। ঐ যে বাগানে ঘুর্‌ছে। ( জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া ডাকিল )—দণ্ডভৃৎ!

দণ্ডভৃৎ। ( বাহির হইতে ) এই যে!

কঙ্কা। মুখে এই হাসি দেখে কে বিশ্বাস কর্‌বে যে এই লোকটিই সারারাত কাল এমন ক'রে কাটিয়েছে। ( উচ্চে ) কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল ভালো? ( স্বগত ) এক নিমেষের জন্যেও হয়নি সে তো জানাই আছে।

দণ্ডভৃৎ। বেশ হয়েছিল; টেরই পাইনি রাত কি ক'রে কেটেছে।

কঙ্কা। ( স্বগত ) ক'সে বেত চালালে ঠিক হয়। ( উচ্চে ) কখন ফিরে এসেছিলেন?

দণ্ডভৃৎ। ফিরে এসেছিলুম! বাইরে কোথাও তো যাইনি।

কঙ্কা। ( স্বগত ) বাইরে যায় নি! গোপনে প্রেম ক'রে এম্‌নি সাফাই গাওয়াই পুরুষের রীতি। ( উচ্চে ) কি কর্‌ছেন ওখানে?

( দণ্ডভৃতের প্রবেশ। )

দণ্ডভৃৎ। উল্টো বাতাস ঠেলে হরিরাজ নৌকায় ক'রে নীল পাহাড়ের দিক থেকে হ্রদ পার হ'য়ে আস্‌ছে—তাই দেখ্‌ছিলুম।

কঙ্কা। কাল রাত্রে নীল পাহাড়ে যেতে অনুকূল বাতাসই ছিল আশা করি ?

দণ্ডভৃৎ। ছিল নাকি ?

কঙ্কা। অনেক রাত জেগেছিলেন, না ?

দণ্ডভৃৎ। তা' জেগেছিলুম। যাকে ভালবাসি তাকে ভেবে ভেবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার কাছে ব'সে কাটিয়েছি—তার পর চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল, যে সুখ কখনো আশা কর্‌তে পারি না, সেই সুখের স্বপ্ন দেখ্‌লুম।

কঙ্কা। আমার মুখের দিকে সোজা চান্ তো ?

দণ্ডভৃৎ। হায়! যদি কোনো দেবতা এখন আমাদিগকে পাথরে পরিণত ক'রে দিতেন—নীচে নীল হ্রদ,উপরে নীল আকাশের মত উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তুম—তো বেশ হ'তো।

কঙ্কা। আচ্ছা, যে পুরুষের দুটি ভালবাসার পাত্রী আছে—একটির কাছে রাত্রিতে আর একটিকে দিনে প্রেম জানায়, তার সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য আছে ?

দণ্ডভৃৎ। তার দুকুলই নষ্ট হবে।

কঙ্কা। চমৎকার উত্তর! ভারি ধূর্ত্ত আপনি!

দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা! তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছ জানি না, কিন্তু এটুকু আমি জানি যে আমি তোমাকে ভালবাসি; আর যে

দুঃখের সান্ত্বনা তুমি দিতে পার না তাই নিয়ে তুমি ছেলেখেলা কচ্ছ। এতদিন এখানে থেকে আমি ভালো করি নি, হরিরাজের প্রতি আমার বন্ধুতা স্মরণ ক'রেই থাক্‌বার সাহস করিছি—এখন আমি চ'লে যাব।

( হরিরাজের প্রবেশ।)

হরিরাজ। না, দণ্ডভৃৎ! তোমার থাক্‌তে হবে।—

( কঙ্কার গান )

ওগো, নারী যে পুরুষ-হৃদয় লইয়ে,
শুধু খেলা করে ভেবোনা!
সে যে তাই করে শুধু জেনে নিতে চায়,
তাকে তার প্রাণ চাহে কি চাহে না!
পুরুষের প্রেম—শুধু খেলা!
নারী যেন তার খেলার ঢেলা!
এই টেনে নেয়—এই ছুঁড়ে দেয়,
এ দুইয়ের প্রেমে তুলনা ক'রো না!

কঙ্কা, সে তোমাকে ভালবাসে—আর আমার মনে এই বিশ্বাস আছে যে আমার থেকে তাকেই তুমি বেশী পছন্দ কর। এই মুহূর্ত্ত থেকে তুমি স্বাধীন; আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের যে পাকা কথা হয়েছিল

তা' থেকে তোমাকে মুক্তি দিলুম। তবে—সম্মুখে রেখেই তোমাকে এই কথা বল্‌ছি।

কঙ্কা। হরিরাজ!

হরিরাজ। আমাদের বিবাহে বাধা আছে, তা' তোমাকে পূর্ব্বেই জানানো উচিত ছিল, কিন্তু আমার জানাবার সাহস হয়নি। আমাকে ক্ষমা কর, কঙ্কা! আমি তোমার উপযুক্ত নই।

(নিষ্ক্রান্ত।)

কঙ্কা। বাধা আছে! কি বল্‌ছে?

দণ্ডভৃৎ। বল্‌ছে সে সর্ব্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে; কাল রাত্রির আগে এ কথা সে জান্‌তে পারেনি। তার উন্নত মহৎ হৃদয় তোমার কাছ থেকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নিতেই স্বীকৃত হ'তে পারে না।

কঙ্কা। সে কি তাহ'লে মনে করে আমি কোনো রকমে তার সর্ব্বনাশ হ'তে দেব? ছেলেবেলা হ'তে আমি তার সঙ্গে এক সঙ্গে লালিত পালিত; মাসী তাহাকে যেমন আমাকেও তেম্‌নি অন্তরের ভালবাসা ও সেবা-যত্ন দিয়ে পালন করেছেন। এখন আমি আমার ধন-সম্পত্তি থাক্‌তে আমার চোখের সাম্‌নে সে ভিক্ষুক হবে তা' দেখ্‌ব?

দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা!

কঙ্কা। কি করব, উপায় নেই। আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ত্যাগ কর্‌ব, নিশ্চয়।

দণ্ডভৃৎ। পার্‌বে না—তোমার অভিভাবক আছেন। তিনি এই ত্যাগে সম্মত হবেন না।

কঙ্কা। আছেন নাকি? তাহ'লে আমি একটি স্বামী খুঁজে নেব—যে সম্মত হবে।

দণ্ডভৃৎ। (স্বগত) আমার কথাই বল্‌ছে—ওর চোখে সে খবর পড়্‌তে পাচ্ছি।

কঙ্কা। (স্বগত) এ উদাসীনতার ভাণ কচ্ছে। (উচ্চে) দণ্ডভৃৎ, আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলুন, আপনি কি আমাকে ভালবাসেন—আর কাউকে বাসেন না?

দণ্ডভৃৎ। আমার হৃদয়ে এই মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি অন্য কোনো তুচ্ছ ছাপ দিয়ে কি আমি ম্লান কর্‌তে পারি?

কঙ্কা। তা পারেন বোধ হয়।

দণ্ডভৃৎ। আপনি আমার প্রতি অবিচার কচ্ছেন।

কঙ্কা। আমি এক কথায় তা' প্রমাণ ক'রে দেব। সাবধান—ব'লে ফেল্‌লুম।

দণ্ডভৃৎ। বলুন।

কঙ্কা। (স্বগত) এখন তাকে বিস্মিত ক'রে দেব। (উচ্চে) কজ্জলা।

দণ্ডভৃৎ। সে আবার কি?

কঙ্কা। নীল পাহাড়ের গায়—

দণ্ডভৃৎ। কি ?

কঙ্কা। তিনবার মিট্ মিট্ করে—যেন ডাকৃতে থাকে—"আস্ছেন কি ?" এখান থেকে এক নির্ব্বাপিত দীপ উত্তর দেয়—"হঁা"। দেখ্ছেন তো আমি জানি সব।

দণ্ডভৃৎ। আমার চেয়ে বেশীই জানেন দেখ্ছি।

কঙ্কা। স্বীকার করুন—আমি আপনাকে ক্ষমা করব।

দণ্ডভৃৎ। কি স্বীকার করতে হবে তাও ব'লে দিন। আমি স্বীকার করব—সে যাই হোক্ না কেন !

কঙ্কা। ( স্বগত ) চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলে আমাকে তো চুপ করিয়েই দিত ! কম ধূর্ত্ত নয় তো !

দণ্ডভৃৎ। আমি বুঝ্তে পারছি—এ চমক্ লাগিয়ে আমার গত জীবনে গোপন কিছু আছে কি না জেনে নেবার চেষ্টা ! কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছি, এ চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল—আমার ভয়ের কিছুমাত্র কারণ নেই।

কঙ্কা। কারণ নেই ? বেশ, আপনাকে আমি যেমন পবিত্র মনে করেছিলুম আপনি ঠিক যদি তাই হন, তাহ'লে আমি আপনার ; তা' নইলে আপনার আমি কথ্নো হব না—এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছি। যান এখন।

দণ্ডভৃৎ। যাক্—আমার মনের ভার নেবে গেল।

( নিষ্ক্রান্ত )

কঙ্কা। কে আছ এখানে ?

( ভৃত্যের প্রবেশ )

—আমার ঘোড়াটা জিন্ পরিয়ে এখানে আন্‌তে বল্ —আমি বেরুব। ( ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত )
নীল পাহাড়ে একবার যেতে হবে। সেই কুটীরের রহস্য আবিষ্কার না কর্‌লে চল্‌বে না। আমার তো কোনো ভয় নেই—বলুক না যে যা' বল্‌বে—যাবই—আত্মরক্ষার উপায় কর্ত্তেই হবে।

( নিষ্ক্রান্ত )

( মুক্তিকার এবং হরিরাজের প্রবেশ )

মুক্তিকা। কি বলিস্ তুই, হরিরাজ ?

হরিরাজ। আমি বল্‌ছি তোমাকে, মা, এর আর উপায় নেই।

মুক্তিকা। তাহ'লে আমাদের সৌভাগ্যের দিনের শেষ হ'লো ?

হরিরাজ। উপায় নেই—দুঃখ বৃথা !

মুক্তিকা। হরিরাজ, আমি নিজের ভাব্‌না ভাবিনা—তোর জন্যেই ভাবি। তোর এই চাষার মেয়েকে বিয়ে করার চেয়ে তোর মৃত্যু আমার কাছে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। আর তোরই কি—প্রথম আবেগের

উন্মত্ততা কেটে গেলে তুই নিজেও তাকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার কর্‌তে লজ্জিত হবি। তার মুখের প্রত্যেকটি কথা তোর গর্ব্বে গিয়ে আঘাত কর্‌বে—তার চলা-ফিরা তোর মনে সব সময় শঙ্কার ভাব জাগিয়ে রাখ্‌বে—তার থেকে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা জাগ্‌বে। এমন সময় আস্‌বে সে তোর দু'চক্ষের বিষ হ'য়ে দাঁড়াবে।

হরিরাজ। মা! মা! (বসিয়া পড়িল)

মুক্তিকা। আর কঙ্কার প্রতি তুই কি হৃদয়হীন অবিচারের কাজ করিছিস্‌, তাও ভেবে দেখ। সকলেই জানে—সেও জানে যে তোর সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। এই ক'বছর যাবৎ তোদের নাম একত্র হ'য়েই সকলের মুখে উঠেছে যে রে!

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। রাজকর্ম্মচারী কিরক এসেছেন।

মুক্তিকা। সে তার উত্তরের জন্যে এসেছে। নিয়ে আয়।

(ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত)

—সময় এসেছে, হরিরাজ! কি উত্তর দেব তাকে?

হরিরাজ। অস্বীকার কর। যা' কর্‌তে পারে—করুক সে।

মুক্তিকা। পথের ভিক্ষুক হব! কি খেয়ে জীবন রাখ্‌বে?

তা' ছাড়া ঋণের জন্যে অসম্মান—কারাগারে যাওয়া—সেও আছে। পার্‌বি মজুরের কাজ কর্‌তে? নাঃ! আমাদের সব গেলরে—সব গেল! এতদিনের সম্মান প্রতিপত্তি সব গেল! নাঃ! আমি যাব—এই কিরকের সঙ্গেই যাব। তুই তোর বৌ নিয়ে সুখে থাক্‌!

( ভৃত্য কিরককে নিয়া প্রবেশ করিল। )

কিরক। ভালো আছেন? আমি ঠিক সময়েই এসেছি, দেখ্‌ছেন।

মুক্তিকা। আমরা আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখেছি। এখন অন্য কোনো উপায় না দেখে—

কিরক। আসুন, আসুন শক্রজিৎ-পত্নী! আপনি আমার কাছে সসম্মানে থাক্‌বেন।

হরিরাজ। ( গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া ) যাও—যাও, বেরোও। এঁকে স্পর্শ কর্‌বে তো তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

কিরক। থামুন, শক্রজিৎ-তনয়—থামুন, হরিরাজ।

হরিরাজ। তার আগে তোমাকে এই জানালা দিয়ে পাহাড়ের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেব; দুর্ব্বৃত্ত কোথাকার!

( দু'জন ভৃত্যের প্রবেশ। )

মুক্তিকা। হরিরাজ, বাবা আমার! থাম্‌, থাম্‌।

কিরক। আসি এখন শত্রুজিৎ-পত্নী। আমি আমার উত্তর পেয়েছি। ( ভৃত্যের প্রতি ) কঙ্কাঠাকুরুণ কি ভেতরে আছেন ?

ভৃত্য। না, মশায়, তিনি ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কিরক। ব'লো আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। কাল্‌কে ঠিক এই সময়েই আস্‌ব। ( মুক্তিকা ও হরিরাজের দিকে চাহিয়া ) কাল্‌কে ! কাল্‌কে !

( ভৃত্যগণ সহ কিরক নিষ্ক্রান্ত )

মুক্তিকা। কাল্‌কে আমরা থাক্‌ব কারাগারে—আর পুরুষানুক্রমিক এই সুবৃহৎ আবাস বাটী থাক্‌বে রাজকর্ম্মচারীদের হাতে।

হরিরাজ। মা ! ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। আমি একটু বিশ্রাম করব। তুমি এখনো সব শোননি—তোমাকে বল্‌বার সাহসও নেই আমার।

মুক্তিকা। তুই সঙ্গে থাক্‌লে বাবা, আমি সব সইতে পারি—কিন্তু তোর অপমান, তোর দুঃখ আমি স'তে পারব না—

হরিরাজ। সে জানি, মা, সে জানি।

( নিষ্ক্রান্ত

( জানালার কাছে কুন্তের আবির্ভাব )

মুক্তিকা। কে এখানে ?

কুম্ভ। আমি কুম্ভ। যে বিপদ উপস্থিত, আমি সব জানি—

মুক্তিকা। জানিস্ তাহ'লে তুই যে—

কুম্ভ। সব—আমি বরাবর রাজাকে মানা করিছি।

মুক্তিকা। মেয়েটার সঙ্গে সে কি এতই জড়িত যে তাকে সে ছাড়্তেই পারে না ?

কুম্ভ। না, খারাপ অবস্থাটা তো রাজা কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু মেয়েটা তা'কে আঁকৃড়ে ধ'রে আছে। সেটাকে কঠিন হ'য়ে অন্যে যেমন পার্তো তেমন ভাবে ছুঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌ছে না।

মুক্তিকা। সাহস পাচ্ছে না ?

কুম্ভ। জাহাজে তুলে সমুদ্রপারে অনায়াসে পাঠিয়ে দেওয়া—কে তার কথা জিজ্ঞেস্ করবে—অবিশ্যি রাজা ছাড়া। রাজা শুন্‌তে পেলে আমার মাথা কেটে ফেল্‌বে।

মুক্তিকা। কিন্তু সে কি যাবে ?

কুম্ভ। সে তাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লে যাবে বৈ কি ? কিন্তু আর এক উপায় আছে—রাজাকে দিয়ে যদি তার হাতের রক্তদল ফুলটি পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে ঠিক হ'য়ে যায়। সে চিহ্নের কি অর্থ রাজা জানে—আমিও জানি।

মুক্তিকা। তার হাতের রক্তদল ফুলটি ?

কুম্ভ। তা' যদি করাতে পারেন, তাহ'লে আর কোনো দিন কজ্জ্বলার নাম আপনার কানেও আস্‌বে না।

মুক্তিকা। যাচ্ছি হরিরাজের কাছে।

( নিষ্ক্রান্ত )

কুম্ভ। দিদিরাণী—কঙ্কা নিশ্চয় নীল পাহাড়ের দিকে গেছে, আমি দেখিছি লক্ষ্য ক'রে—কড়া চোখ রেখেছিলুম। কজ্জ্বলার সঙ্গে দেখা কর্‌বে। পাহাড়ের পথে অনেক ঘুরে যাবে। আমি নৌকায় আগেই যেতে পার্‌ব।

( অগ্রসর হইল )

( রক্তদল ফুলটি লইয়া মুক্তিকার প্রবেশ। )

মুক্তিকা। ( স্বগত ) রক্তদলটি ওর বিছানায় প'ড়ে আছে দেখ্‌লুম—নিয়ে এসেছি।

কুম্ভ। রাজা দিয়েছে—রাণী মা ?

মুক্তিকা। হাঁ, দিয়েছে। এই নাও।

কুম্ভ। মত তাহ'লে বদ্‌লেছে বল্‌তে হবে।

মুক্তিকা। সম্পূর্ণ।

কুম্ভ। এখন তাহ'লে—তাহ'লে—আমার—আমার—কাজ কর্বো ?

মুক্তিকা। এইতো তার চিহ্ন।

কুম্ভ। তা' জানি—আমি আমার কথা রাখ্‌ব।

মুক্তিকা। নিয়ে যাও। আর যেন না শুন্‌তে হয় তার কথা।

( নিষ্ক্রান্ত )

কুম্ভ। সে ভয় ক'রো না, রাণী মা। ( নিষ্ক্রান্ত )

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

### কজ্জ্বলার কুটীরের বহির্ভাগ।

( শীলা এবং কজ্জ্বলা সেলাই করিতেছে। )

**( কজ্জ্বলার গান )**

কাঁদায়ে বলনা কি তোমার সুখ,
একি খেলা তব ভেঙ্গে দিয়ে বুক!
জীবনে মরণে তোমারি যে আমি,
সেকি অপরাধ বল দেখি শুনি!
আন আঁখি জল, হৃদয় যাতনা,
যদি হও সুখী, সে মোর সান্ত্বনা!
এস এস নাথ—জুড়াও এ বুক,
অনুগতা জনে কেন গো বিমুখ!

শীলা। কাঁদিস্ নে, মা, কাঁদিস্ নে।

কজ্জ্বলা। উনি আর আমার কাছে আস্‌বে না—আর দেখ্‌বো না ওঁকে, পিসী।

শীলা। নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীকে ছেড়ে যাবে?

কজ্জ্বলা। মন্দারকে দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছি ওঁকে। মন্দারও

ফির্‌লে না—নিশ্চয় কোনো জবাব দেন নি—উনি আর আমার সঙ্গে কথা কইবেন না—তাঁর সৌভাগ্যের বাধা হ'য়ে আমি আছি। তার চাইতে মর্‌লেও যে আমার ভালো ছিল!

শীলা। চুপ্! এমন কথা মুখে আনিস্ নে। ভগবানের নাম নে—উনিই সব দুঃখু দূর কইর্‌বেন।

কঙ্কলা। ভগবানের নাম মুখে আসে না—হরিরাজ ছাড়া অন্য কোনো নাম মুখে আস্‌তে চায় না—চেষ্টা ক'রে দেখিছি।

শীলা। তোর এমন ভালবাসার পুরস্কার ভগবান একদিন না একদিন দিবেনই।

কঙ্কলা। উনি আইস্‌বেন, নিশ্চয় বল্‌ছি ফিরে আইস্‌বেন— সন্দেহ করা আমার অন্যায় হয়েছে।

শীলা। এইতো, মা, আবার তোর মুখে হাসি ফুটেছে।

কঙ্কলা। প্রথম যেদিন সকালে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আজি সেই দিনের মত। দিনের চোখে তখনো শিশিরের জল ছিল, কিন্তু ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল সুন্দর হাসি। ওগো, পিসী! হরিরাজ আবার আস্‌বে, তার কঙ্কলার কাছে আবার আস্‌বে—নিশ্চয় আস্‌বে। আমার মন বল্‌ছে—আস্‌বে, আস্‌বে। শোন একটা গান গাই।

( গান )

আমি সারা জীবনের
প্রেম ডোরে;
বেধেছি আমার
সকল-চোরে !
সে যে সেধে এসে
আমার হয়েছে,
আপনা দিয়ে যে
আমায় লভেছে !
আমি যে এখন
তাহাতেই বাঁচি,
এ জীবনে শুধু—
তাহাকেই যাঁচি ;
আমি তার—সে আমার,
( আমি ) এ ছাড়া ভাবিতে পারি না আর !
ভালবাসি আমি—ভালবাসে মোরে
এ বাঁধন কি গো কখনো ছিঁড়ে !

শীলা। মা, পাখীরা চুপ ক'রে ডালে ব'সে তোর গান শোনে। তোর গান শুনে গাছপালার কানাকানি বন্ধ হ'য়ে যায়। তুই থাম্‌লে সব নিঝুম হ'য়ে থাকে—কেউ টু শব্দটি কর্‌বার সাহস পায় না।

( শীলা কুটীরে নিষ্ক্রান্ত )

কঙ্কলা। গানের শেষ পদ আবার গাইল। * * * * * )

( কঙ্কার প্রবেশ। )

কঙ্কা। ঐ—সে

( কজ্জ্বলা, কঙ্কাকে না দেখা পর্য্যন্ত গাইতে লাগিল—তাকে দেখিয়া থামিল। উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। )

কঙ্কা। আমার নাম কঙ্কা।

কজ্জ্বলা। আমার নাম কজ্জ্বলা।

কঙ্কা। ( স্বগত ) বেশ সুন্দরী !

কজ্জ্বলা। ( স্বগত ) কি চমৎকার দেখ্‌তে।

কঙ্কা। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী।

কজ্জ্বলা। আমি সে জন্যে খুব দুঃখিত।

কঙ্কা। আমিও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে আমি ভালবাস্‌তে পারতুম।

কজ্জ্বলা। এই মতই দেখে আস্‌ছি—সকলেই আমাকে ভালবাস্‌তে চায়—কিন্তু দু'দিনেই কিসে সব গোল হ'য়ে যায়।

কঙ্কা। ( চিঠি দেখাইয়া ) এই লেখা চেন ?

কজ্জ্বলা। চিনি—কিন্তু তুমি কি ক'রে পেলে বুঝি না।

কঙ্কা। কাল রাত্রে তোমার দীপের আহ্বান আমি দেখিছি—তাকেও বেরিয়ে আস্‌তে দেখ্‌লুম। আমার প্রতি সে কত বড় মিথ্যাচরণ করেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ জান্‌তে এলুম আমি। কিন্তু এখন তোমার ভালোবাসার

আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই জেনো, কারণ তাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। তোমার মত এমন সরলা এবং সুন্দরী মেয়েকে যে লজ্জা এবং অপমানের পথে টেনে আন্‌তে পারে সে আমার ঘৃণারও অযোগ্য!

কজ্জলা। তা' কেন? তিনি তো আমাকে বিয়ে করেছেন! ওঃ! কি ব'লে ফেল্লুম!

কঙ্কা। কি?

কজ্জলা। ওঃ! আমি বল্‌তে চাইনি—ওগো, চাইনি! কিন্তু তাঁর সম্মান রাখ্‌তে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

কঙ্কা। তুমি তার স্ত্রী?

(কুম্ভের প্রবেশ।)

কুম্ভ। (পিছনে স্বগত) যাঃ! এসে পড়েছে! আমার দেরী হ'য়ে গেল!

কঙ্কা। এ আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না—প্রমাণ কি?

কজ্জলা। এই—প্রমাণ আমার কাছেই রয়েছে।

কুম্ভ। (দু'জনের মাঝে পড়িয়া) তুমি বাবাঠাকুরের নিকট প্রতিজ্ঞা করনি এ কখনো তোমার বুক থেকে বের করবে না?

কঙ্কা। ওঃ! তুমি বুঝি সেই মাঝি?

কুম্ভ। হাঁ, দিদিরাণী।

কঙ্কা। কজ্জলা, তোমার সরলতা ও সত্যবাদিতায় অবিশ্বাস করিছি—আমাকে ক্ষমা করো; তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কচ্ছি। দাও, বোন, তোমার হাতটি দাও। (গ্রহণ করিল)। যতদিন বেঁচে থাক্‌ব আমাকে তোমার বন্ধু ব'লে জেনো। শুধু তোমার কাছে এইটুকু প্রার্থনা জানাচ্ছি আমার এখানে আসার কথা দণ্ডভৃৎকে জানিয়ো না। আর তুমি—(কুম্ভের প্রতি) কুম্ভ! এই লও! (অর্থ দিল)—কাউকে ব'লো না। যাই এখন।

(নিষ্ক্রান্ত)

কুম্ভ। বেঁচে থাক, দিদিরাণী। (স্বগত) এর অর্থ কি? আমার চালাকি এখনো টের পায়নি তবে?

কজ্জলা। ওর আসার কথা দণ্ডভৃতের কাছে না বল্‌তে কেন বল্লে? দণ্ডভৃৎ নামে তো কাউকে জানি না!

কুম্ভ। তার কথা আগে কি তোমাকে বলেনি?

কজ্জলা। কখ্‌খনো না!

কুম্ভ। হরিরাজের নামও কি করেনি?

কজ্জলা। তা জানি না। তার কথা বল্লে, আমি তা'কে যে চিঠি লিখেছি সেই কথা বল্লে—কিন্তু নাম বোধ হয় বলেনি কখ্‌খনো।

কুম্ভ। (স্বগত) ও সব গোল পাকিয়ে দিয়েছে দেখ্‌ছি।

(কুটীর হইতে শীলার প্রবেশ।)

শীলা। আবার কেন ফিরে এলি, কুম্ভ ?

কুম্ভ। অম্‌নি! রাজা কজ্জ্বলাকে একটা কথা ব'লে পাঠিয়েছে।

কজ্জ্বলা। আমি মন্দারকে দিয়ে যে চিঠি দিয়েছি তার উত্তর কি ?

কুম্ভ। হাঁ, তার উত্তরেই একটা খবর দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে।

শীলা। খারাপ কিছু একটা হয়েছে। কুম্ভ, তোর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন ? চোখ দু'টো যেন রক্তে লাল—মদ খাচ্ছিলি ?

কুম্ভ। হয়ত খাচ্ছিলেম।

শীলা। তুই কাঁপছিস্—আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তে পাচ্ছিস্ না। ওঃ! কুম্ভ, কি হয়েছে ?

কজ্জ্বলা। বল, হরিরাজের কি কিছু হয়েছে ?

কুম্ভ। মা গেলে বল্‌ব।

শীলা। আমি চ'লে যাই। (স্বগত) কুম্ভের আজ হ'লো কি ?

(কুটীরে নিষ্ক্রান্ত)

কুন্ত। রাজার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

কজ্জ্বলা। ওঃ, কুন্ত!

কুন্ত। চুপ এখন! ঐ টঙ্কার দ্বীপে এক গোপন স্থানে হরিরাজের সঙ্গে তোমাকে দেখা কর্‌তে বলেছে। কোথায় যাচ্ছ কাউকে বল্‌তে পারবে না। বুঝলে? কেউ যেন না দেখে এম্‌নি ক'রে চুপি চুপি গিয়ে নৌকায় উ'ঠে পড়ো—আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব।

কজ্জ্বলা। কখন?

কুন্ত। সন্ধ্যার একটু পরই। আজ চাঁদ উঠবে না—নৌকায় যাচ্ছি কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

কজ্জ্বলা। যাব—যাব।

( নিষ্ক্রান্ত )

কুন্ত। আমার মাথা গরম আর শরীর যেন হিম হ'য়ে আস্‌ছে! আমার কি হ'লো? মা, মা!

( শীলার প্রবেশ। )

শীলা। কি, কুন্ত?

কুন্ত। ( টলিতে টলিতে একটা কিছু ধরিয়া ফেলিয়া ) একটু জল দাও তো!

( বসিয়া পড়িল। )

—※※—

## চতুর্থ দৃশ্য।

হ্রদের তীরবর্ত্তী বন। ( কঙ্কার প্রবেশ। )

কঙ্কা। বিয়ে হ'য়ে গেছে! হতভাগার! বিবেকের মধ্যে সেই পাপের বোধ নিয়েও হাসি মুখে আর একটি শিকারের সন্ধানে চ'লেছে!

মন্দার। ( বাহিরে গান ধরিল )

### ( মন্দারের গান )

(ওরে) তোর মনটা আমায় দে না
তোকে যেন ভুল্‌তে পারি!
শিখিয়ে দে কেমন ক'রে
আমি তোর কাছে হারি!
(আমি) তোর মতন গড়বো মোরে,
তুই যেন হোস্‌ আমার মত;
কেঁদে বেড়াস্‌ আমার প্রেমে,
(আর) আমি হাসি তোরি মত!
সেটা কেমন—হবে তখন
বল্‌তো বুঝে ঠিক করি!
আবার ভাবি এমন হ'লে,
আমিই বুঝি যাব হারি।

কঙ্কা। এই লোকটির অবস্থা দেখ্‌ছি আমারি মত—প্রেমের প্রতিদান পায়নি।

( মন্দারের প্রবেশ )

মন্দার। "কি কর্‌ব আর শুয়ে বিছানায়,
শুলেই যে স্বপন দেখি তায়,
ওগো, তারি কথা চোখে ভাসে"

কঙ্কা। ওহে বন্ধু, শোন তো! তুমি আমার ঘোড়াটা কোথা গেল দেখেছো?

মন্দার। কালো একটা ঘোড়া—উপরে সাদা জিন আঁটা?

কঙ্কা। আমি নেবে একটু আকাশের দিকে চেয়ে ভাব্‌ছিলুম —তখন বজ্রের গর্জ্জনে ভীত হ'য়ে দৌড়ে পালালো।

মন্দার। এতক্ষণে সে প্রাসাদের ঘোড়াশালায় চ'লে গেছে। কি সুন্দরই চলেছিল—দেখ্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল।

কঙ্কা। এখন আমি কি ক'রে বাড়ী পৌঁছ্‌ব?

মন্দার। আমার যদি চা'রটা পা থাকৃতো তাহ'লে পিঠে ক'রে নিয়ে যেতুম—আর এমন বোঝাটি নিয়ে খুব গর্ব্বও বোধ কর্‌তুম। ( বজ্রপাত )

কঙ্কা। ঐ তো পাহাড়ে নেবে এল! কাছে কি কোনো আশ্রয় নেই?

মন্দার। এই ভাঙ্গা মন্দিরের একাধটা কোণে আশ্রয় নেওয়া যায় হয়ত। এই ঝড়্‌ঝড়িয়ে বৃষ্টি এল—সর্ব্বনাশ! আপনি যে একেবারে ভিজে যাবেন। ( নিজের গা হইতে একটা বড় কম্বল খুলিয়া দিল ) এইটা জড়িয়ে নিন্।

কঙ্ক। তোমার উপায় কি হবে? তোমার তো ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

মন্দার। ( মদের বোতল দেখাইয়া ) আমার ঠাণ্ডা? ( বজ্রপাত ) উঃ! কি ভয়ঙ্কর! এই দিকে আসুন।

( উভয়ে নিষ্ক্রান্ত )

( কাপড় চোপড় জড়াইয়া কজ্জলার প্রবেশ )

কজ্জলা। নৌকা নিয়ে কুম্ভের এখানেই থাকার কথা। ওঃ! এই তো।

( কুম্ভের প্রবেশ )

—তোমাকে কি ফ্যাঁকাশে দেখাচ্ছে!

কুম্ভ। বজ্রের ডাকে আমার এই অবস্থা হয়েছে।

কজ্জলা। ঝড় না থামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বে না?

কুম্ভ। বেশী হ'লে টঙ্কার দ্বীপের কোনো গুহায় ঢুকে পড়্‌বো।

কজ্জলা। তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি, আমার কত সুখ! কিন্তু কোত্থেকে মনে একটা বোঝা চেপেছে বুঝি না।

**কজ্জলার গান**

কেন এমন—কেন এমন—
কেনগো বিষাদে ছেয়ে আসে মন!
চলেছি আজিকে প্রিয়-মিলনে,
সেকি তবে মোর ব্যথা দেবে প্রাণে!

কেন গো হৃদয় কাঁপিছে হেন,
বামেতর আঁখি নাচিছে কেন !
কি আছে নিয়তি,
তুমি জান বিধি !
ভরসা যে শুধু তোমারি চরণ !
কেন এমন—কেন এমন—

কুম্ভ। (স্বগত) কেন এমন আমি বুঝি। (উচ্চে) প্রস্তুত হয়েছ ?

কজ্জলা। হাঁ, চল।

কুম্ভ। (টলিতে টলিতে) আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

কজ্জলা। পিসীতো তোমাকে একটা বোতল দিয়েছিল।

কুম্ভ। ভুলে ফেলে এসেছি—নৌকায় তো নেই।

কজ্জলা। এই বৃষ্টি এল—ভিজে যাব।

কুম্ভ। ঐ নীচে রাজার গা-ঢাকার চাদরটা।

কজ্জলা। এস, কুম্ভ ! আমার উপর ভর দিয়ে চল। তোমার মাথা ঠিক নেই, নৌকা চালাবে কি ক'রে ?

কুম্ভ। ঠিক নেই ! মদ খেলে আমি আরো ভালো কাজ করতে পারি।

কজ্জলা। এস, কুম্ভ, এস। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(কঙ্কা ও মন্দারের প্রবেশ)

মন্দার। এক পসলা হ'য়ে গেল---ভিজে গেছেন কি ?

কঙ্কা। না, ভিজিনি। ঐতো আমার ঘোড়া-সঙ্গে কে আস্‌ছে। ( অগ্রসর হইল )

মন্দার। হরিরাজ নিজে।

কঙ্কা। হরিরাজ এখানে ?

মন্দার। কজ্জ্বলা আজ সকালে আমাকে দিয়ে তাঁর কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল।

( হরিরাজের প্রবেশ। )

হরিরাজ। কঙ্কা ! কি হয়েছে ? তোমার ঘোড়া ভীষণ ভাবে দৌড়ে গিয়ে আস্তাবলে ঢুক্‌লো—আমরা ভাব্‌লুম তুমি ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেছ।

মন্দার। ( হরির প্রতি ) কজ্জ্বলা এই চিঠি আপনাকে দিতে বলেছিল।

হরিরাজ। ( স্বগত ) কজ্জ্বলা !

কঙ্কা। তুমি আমাকে যে সাহায্য কর্‌লে তার জন্যে কৃতজ্ঞ রইলুম।

মন্দার। এ অঞ্চলে দিদিরাণীর কাজ কর্‌তে কে সুখ না পায় ?

( নিষ্ক্রান্ত )

হরিরাজ। ( পড়িল, স্বগত ) "আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ ; দিনরাত এই চিন্তা নিয়ে আমি বাঁচ্‌তে পার্‌বো না। রাত হবার আগে যদি তোমার দেখা না পাই তাহ'লে এ হতভাগিনীকে নিয়ে তোমাকে আর কখনো কষ্ট

পেতে হবে না।”—ছোট্ট বোকাটা আমার! একটা কিছু ক’রে ফেলা ওকে দিয়ে আশ্চর্য্য নয়।

কঙ্কা। হরিরাজ! আমি বরাবর ভারি অন্ধ এবং নির্ব্বোধ ছিলুম। আজকে আমি আমার হৃদয়ের কথা ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছি। এই ধর আমার হাত—আমাদের অদৃষ্ট এম্‌নি আজ থেকে জোড় বেঁধে গেল। আমাদের বিয়ের বাক্‌দান থেকে তুমি কেন আমাকে মুক্ত ক’রে দিতে চেয়েছিলে তা’ আমি বুঝি। আমি সেই মুক্তি গ্রহণ কর্‌লুম না—আমি তোমারই।

হরিরাজ। কঙ্কা, তুমি সব কথা জানো না।

কঙ্কা। যা’ দরকার তার চেয়ে বেশীই আমি জানি—সেই যথেষ্ট। এ বিষয়ে তোমাকে আর আমার কাছে কথা তুল্‌তে নিষেধ কচ্ছি।

হরিরাজ। তুমি আমার বিগত জীবনের কথা জানো না।

কঙ্কা। আর জান্‌তে চাইও না। বিগত জীবন জানা আমার যথেষ্ট হ’য়ে গেছে। তুমি নিজে যা’ ভুলে যেতে চাও তেমন কথা আমাকেও আর ব’লো না।

হরিরাজ। কঙ্কা! কঙ্কা! হায়! যদি ভুল্‌তেই পার্‌তুম! চুপ ক’রে থাক্‌লেই যদি ভোলা যেত!

( উভয়ে নিষ্ক্রান্ত )

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

একটি গুহা। পিছনে হ্রদ। চন্দ্র উঠিয়াছে, হ্রদে তার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

( * * গান গাহিতে গাহিতে একটা পাহাড়ের মাথায় মন্দারের প্রবেশ।)

**( মন্দারের গান )**

চাঁদ যে হাসে নীল আকাশে,
নীল জলে তা'র ছবি ভাসে!
বল দেখি চাঁদ, আমি কোন চাঁদ
রেখেছি বুকেতে ধরিয়ে?
নিশিদিন সদা কার ছবিখানি
হাসে মোর প্রাণে লুকায়ে?
জীবন-রজনী কাটাব এমনি
এই হৃদি-চাঁদে ভালবেসে!

মন্দার। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে। রাতটি এখন বেশ করেছে—শিকারের রাতই বটে। ঐ নীচে পাহাড়ের গায় ওটা কি? আমার গলার আওয়াজে যেন জেগে উঠেছে। যাই বন্দুকটা নিয়ে আসি।

( নিষ্ক্রান্ত )

( একটা ছোট নৌকায় কুন্ত ও কজ্জলার প্রবেশ। কুন্ত নৌকা বাহিয়া পাহাড়ের দিকে আনিতেছে।)

কজ্জলা। আমাকে এ কোন্ জায়গায় নিয়ে এলে?

কুম্ভ। ভয় নেই, কোথা যাচ্ছি আমি জানি। এই পাহাড়ে নেবে পড়। দেখো পা' পিছ্‌লে প'ড়ো না, পথটা পিচ্ছল।

কজ্জ্বলা। এ জায়গা আমার ভালো লাগ্‌ছে না—কেমন অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর!

কুম্ভ। নেবে পড় বল্‌ছি—নৌকায় জল উঠ্‌ছে। ( কজ্জ্বলা নামিয়া পড়িল )

কজ্জ্বলা। তুমি আমাকে এমন নির্দ্দয়ের মত কড়া কড়া কথা বল্‌ছ কেন?

কুম্ভ। কজ্জ্বলা, তোমাকে একটা কথা বল্‌বার আছে আমার। শোন এখন—আর অমন ক'রে কেঁপো না।

কজ্জ্বলা। কাঁপ্‌বো না—কুম্ভ, কাঁপ্‌বো না।

কুম্ভ। আমি খুব সুন্দর দেখ্‌তে ছিলুম। আমি এমন হলুম কি ক'রে জানো?

কজ্জ্বলা। হাঁ, হরিরাজ আমাকে বলেছে।

কুম্ভ। সেই ক'রেছে এ—কিন্তু তাকে আগেও ভালবাসতুম—পরেও বাসি। রাজার জন্যে আমি আমার শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত পাত কর্‌তে পারি।

কজ্জ্বলা। কি জন্যে বল্‌ছ এসব কথা তুমি?

কুম্ভ। তুমি তার স্ত্রী হ'য়ে আমার চাইতে কি তা'কে কম ভালবাস যে সে তোমার কাছ থেকে যা' চায় তা' তুমি

দিতে পার না ? আমার পিঠ ভেঙ্গে দিলে পরও তা'কে আমার সব দিয়ে এসেছি—তোমার হৃদয় ভেঙ্গে দিলে পরও কি তুমি তা' পার না ? এতটুকু ভালবাস না তা'কে তুমি ? আমার ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে কি তার নিজের উপর এবং তার পরিবারের উপর সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌বার কথা আমি বল্‌তে পারি ? না, তা'কে ভালবাসি ব'লেই আমি সে সব ভুলে গেছি !

কজ্জলা। কুন্ত, আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও তুমি ?

( কুন্ত নৌকা হইতে পাহাড়ে লাফাইয়া পড়িল। নৌকা ধীরে ধীরে ভাসিয়া গেল। )

কুন্ত। আমাকে তোমার বুকের সেই কাগজখানা দাও।

কজ্জলা। তা' পারবো না—এ ছাড়্‌বো না আমি প্রতিজ্ঞা করিছি ; তুমি তা' জানো।

কুন্ত। কজ্জলা, ঐ কাগজখানা হরিরাজের সৌভাগ্যের পথের বাধা হ'য়ে আছে ; এই কাগজ খানাই তার সর্ব্বনাশের মূল। তোমাকে বল্‌ছি—এ দিয়ে দাও।

কজ্জলা। বাবাঠাকুরের কাছে নিয়ে যাও আমাকে—এই প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে দিতে বল। ওঃ ! কুন্ত, আমি ভগবানকে সাক্ষী ক'রে যে প্রতিজ্ঞা করিছি তুমি তা' ভাঙ্গ্‌তে বল ?

কুম্ভ। (তার হাতে ধরিল) দিয়ে দাও বল্‌ছি—নইলে জোর কর্ত্তে হবে।

কজ্জ্বলা। ওঃ! আমি প্রতিজ্ঞা করিছি, কুম্ভ—প্রতিজ্ঞা করিছি। ছাড় কুম্ভ, ছাড়। আর যা' বল সব কর্‌বো। এ দিয়ে কি হবে বল? আমি যত দিন বেঁচে আছি তত দিন তাঁর স্ত্রীই থাক্‌ব।

কুম্ভ। তাহ'লে আর বাঁচ্‌তে হবে না তোমাকে। সব শুদ্ধ যাও তুমি হ্রদের তলায়। (হ্রদে ফেলিয়া দিল; কজ্জলা চীৎকার দিয়া জলের নীচ হইতে উপরে ভাসিয়া পাহাড় ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।)

কজ্জ্বলা। না! রক্ষা কর! আমাকে মেরো না—মেরো না, কুম্ভ, আমি সব কর্‌বো—শুধু আমাকে বাঁচ্‌তে দাও।

কুম্ভ। সে তোমাকে মরতেই দেখ্‌তে চায়। (কজ্জলাকে ঠেলিয়া দিল।)

কজ্জ্বলা। ওঃ! ভগবান, রক্ষা কর। কুম্ভ—কু—(ডুবিয়া গেল।)

কুম্ভ। (নীচের দিকে চাহিয়া) এখন শেষ হয়েছে। আর নেই।

(উপরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, পর মুহূর্ত্তে কুম্ভ পড়িয়া গিয়া নীচে জলে গড়াইয়া পড়িল।)

( মন্দার বন্দুক লইয়া উপরে পাহাড়ে আবির্ভূত। )

মন্দার॥ অন্ধকার হ'লে কি হয়—পরিষ্কার দেখেছি। নীচে পাথরের গায় নড়্‌ছিল—ঠিক লেগেছে! এটা কি? এ্যাঁ? (নীচের দিকে চাহিল) একটা স্ত্রীলোকের মত দেখাচ্ছে না? সাদা কাপড়টার মত—( নীচে নামিয়া আসিয়া টানিয়া ) এ্যাঁ! কজ্জলা! আমার বুকের ধন কজ্জলা! ( জলে নামিয়া টানিয়া তুলিল—পাহাড় ধরিয়া ধরিয়া কজ্জলার অচেতন দেহ লইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। )

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

একটি কুটীরের ভিতরের দৃশ্য।

( কুন্ত একরূপ অচেতন অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে। পাশে শীলা বসিয়া। )

কুন্ত। ( ঘুমে থাকিয়া ) কাগজটা দাও আমাকে – কাঁদ্‌লে ফল হবে না—নীচে তলাতে হবেই। ( জাগিয়া ) মা, মা!

শীলা। কি কুন্ত?

কুন্ত। একটু জল দাও—পিপাসায়ই মারা গেলুম যে!

শীলা। ( জলের পাত্র লইয়া ) শক্ত জ্বর!

কুন্ত। ( পান করিয়া বিছানায় পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া ) ওঃ! আমার ভেতরের আগুন কিছুতেই নিব্‌বে না। কত দিন যাবৎ এ অবস্থায় আছি?

শীলা। এই আজ দশ দিন হ'লো।

কুন্ত। দ—শ দিন! অচেতন হ'য়েই প'ড়ে ছিলুম?

শীলা। হাঁ, কুন্ত। দশ দিন আগে সেই ঝড়ের রাতে তুই হামাগুড়ি দিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লি।

কুন্ত। হাঁ, এখন মনে হচ্ছে।

শীলা। তুই বল্‌ছিলি কোন শিকারীর গুলি তোর পায় লেগেছে।

কুম্ভ। বলিনি—কে বল্‌ছে ?

শীলা। এ সম্বন্ধে কাউকে কোনো কথা না বলি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলি কেন ? কোনো বৈদ্য ডাক্‌বো, তাও মানা কর্‌লি।

কুম্ভ। কেউ কি আমার কোনো খবর নিয়েছে ?

শীলা। হরিরাজ ছাড়া আর কেউ নেয়নি।

কুম্ভ। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

শীলা। আমি তোকে দেখিনি বলিছি তা'কে। তুই তো এখানে বিছানায় প'ড়ে গোঙ্‌রাচ্ছিস্‌, ওদিকে তো কঙ্কার প্রাসাদে আজ কত কি হচ্ছে। কালকে তো রাজার সঙ্গে কঙ্কার বিয়ে।

কুম্ভ। বিয়ে! কিন্তু—এ্যাঁ—তার—

শীলা। বেচারি কজ্জলার কথা বল্‌ছিস্‌ ?

কুম্ভ। বাতিটা সরিয়ে রাখ—চোখে লাগে। তারপর, মা ?

শীলা। হায়! বেচারি কজ্জলা! জান্‌তুম এই ভালবাসাই তার একদিন কাল হবে। রাজা জান্‌লে না কেমন কোমল পবিত্র মনটি তার। না জেনে এমন নিষ্ঠুর খবরটা পাঠালে! হাঁরে, কুম্ভ! তোকে দিয়ে রাজা কি খবর পাঠিয়েছিল তার কাছে ? আমার সাম্‌নে তো মুখ ফুটে বল্‌তেই পার্‌লি না; ভারি নিষ্ঠুর, ভারি নিষ্ঠুর তোরা, কুম্ভ। সেই যে রাত্রে গেল সে

আর খোঁজ নেই তার। দু'দিন পর হ্রদে তার একটা কাপড় পাওয়া গেছে—আমি ছাড়া আর কেউ চিন্‌তে পারেনি এ কার। আমি মুখ ফিরিয়ে চ'লে এলুম, একটি কথাও বল্‌লুম না। মেয়েটা ডুবে মরেছেরে—কুন্ত, নিশ্চয় ডুবে মরেছে। ওর বাপ নেই, মা নেই; কিছুদিন ধ'রে তো আমার কাছেই আছে—ওযে আমার মেয়ের মতই হ'য়ে গেছে রে! ( ফিরিয়া দেখিল কুন্ত হাঁপাইতেছে—তার চোখ তার মায়ের উপর স্থির হইয়া আছে—কুন্ত হাতে ভর করিয়া মাথা তুলিয়া রাখিয়াছে। ) কুন্ত! কুন্ত! তোর কি হ'লো? ওগো কি হ'লো?

কুন্ত। কে বল্লে? তুই মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্। আমি তা'কে কখ্‌খনো মারি নাই। রাজা আমাকে রক্তদল ফুলটি পাঠিয়েছিল—কই সেটা, কই?

শীলা। আবার প্রলাপ বক্‌ছে।

কুন্ত। রক্তদল ফুলটি পাঠিয়েছিল আমাকে—রক্তের মত লাল। ওঃ! রাজা! সেই তো চিহ্ন! আমি তো বলেছিলুম তোমাকে আমি তোমার পথ পরিষ্কার ক'রে দেব।

শীলা। কুন্ত, কি বল্‌ছিস্ তুই?

কুন্ত। রাজা! কি ক'রে কর্‌লুম বল্‌বো তোমাকে? এই

রকমে—তা' হেসো না, রাজা! সে চাইলো না আমাকে কাগজ দিতে—কাজেই তাকে ডুবিয়ে দিয়েছি কাগজ টাগজ শুদ্ধ! একেবারে কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে। একবার ভেসে উঠেছিল, কিন্তু আবার ঠেলে দিলুম। আর ভয় নেই—আর তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না, রাজা—আর কখ্খনো নয়—কখ্খনো নয়।—( শুইয়া পড়িয়া বিড়্ বিড়্ করিতে লাগিল; আতঙ্কে শীলা ঈশ্বরের নাম লইতে লাগিল। )

শীলা। ওগো! সেই—সেই—আমার নিজের ছেলে—সেই তাকে মেরেছে—আর এখন নিজেও মর্তে যাচ্ছে। মহাপাপ! কুন্ত! কুন্ত! বল্—বল্।

কুন্ত। বৈছ্যি ডাক্বে না? আমি কি পশুর মত মর্বো?

শীলা। যাই, দাদাঠাকুরকে নিয়ে আসি। ওঃ! কুন্ত! কি কর্লি! এর জন্যেই তোকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে বড় ক'রে তুলেছি?—না, না, বাবা, ক্ষমা কর। তোর মা আর তোর যন্ত্রণা বাড়াতে চায় না। বাবা, বাবা, কথা ক'। আমি দাদাঠাকুরকে নিয়ে আসি। ( নিষ্ক্রান্ত )

( দরজার কাছে কিরকের প্রবেশ )

কিরক। শীলা! শীলা! কেউ নেই এখানে? ভারি মুস্কিলে পড়া গেল। নীল পাহাড়ের কুটীর যে খালি—একটি

জন-প্রাণীও নেই। মন্দার অন্তর্হিত হয়েছে, কুম্ভেরও উদ্দেশ নেই—কোথায় গিয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না। এক শুধু শীলা আছে। কঙ্কার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলুম; আমাকে একরূপ লাথি মেরেই বের ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমি তাকে চিঠি লিখে পাঠালুম—চিঠি না খুলেই সে আমার কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছে। তার অভিভাবক হরিরাজের সম্পত্তি বন্ধক থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে। (কুম্ভ গোঙ্‌রাইয়া উঠিল) একি? কেউ ঘুমুচ্ছে এখানে? কুম্ভই তো!

কুম্ভ। বৈছ্যি—একজন বৈছ্যি ডাক।

কিরক। কুম্ভ এখানে লুকিয়ে! একটা কিছু হয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি। কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? একটু লুকোতে হচ্ছে। আমি রাজ-কর্ম্মচারী, কি হচ্ছে এখানে খোঁজ নেওয়া আমার উচিত। এখানে লুকোই। (একটু আড়ালে লুকাইয়া রহিল)।

(শীলা ও তুঙ্গপদের প্রবেশ।)

শীলা। (কুম্ভের কাছে গিয়ে) কুম্ভ!

কুম্ভ। তুমি, মা?

শীলা। বৈছ্যি এনেছি, বাবা।

(কুম্ভ চাহিল)

কুম্ভ। বাবাঠাকুর!

শীলা। রাগ করিস্ না বাবা, মর্‌বার সময় বাবাঠাকুরের কাছে সব ব'লে যা—তোর আত্মার মঙ্গল হবে। তোর গায়ের তো অসুখ নয়, অসুখ তোর মনের।

তুঙ্গপদ। বাবা কুম্ভ, তোমাকে এ অবস্থায় দেখ্‌তে হবে—ভাবিনি।

শীলা। আমার এমন ভালো ছেলে, দাদাঠাকুর!

কুম্ভ। এ ব'লো না—ব'লো না। (মুখ লুকাইল)

শীলা। বল্‌বো—বাবা—বল্‌বো—আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যা। দেখ, কাঁদ্‌ছে।

তুঙ্গপদ। কুম্ভ! মৃত্যুর বেশী দেরী নেই। এখন মনের বোঝা নাবিয়ে যাও—বাবা, নাবিয়ে যাও। পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় এমন কিছু কি এখনো কর্ত্তে পার না? সে ভার তোমার আত্মীয় এবং বন্ধুদের উপর রেখে যাও—আমার উপর রেখে যাও। বল, কারু কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কি না বল—তোমার হ'য়ে আমরা চাইব।

কুম্ভ। (বাহুর উপর ভর দিয়া উঠিয়া) আমি কজ্জলার প্রাণনাশ করিছি।

শীলা। (হাত দিয়া মুখ ঢাকিল) ওঃ! ওঃ!

তুঙ্গপদ। কজ্জলা তোমার কি করেছিল?

( কিরক কাগজ লইয়া টুকিয়া রাখিতে লাগিল )।

কুম্ভ। সে তাঁর পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—আর আমি তাঁর অনুগত ছায়ামাত্র।

তুঙ্গপদ। হরিরাজ ?

কুম্ভ। সেই! চিহ্ন পাঠিয়ে দিলে আমি তার জন্যে এ করবো বলেছিলুম।

তুঙ্গপদ। হরিরাজ কি বালিকাটির প্রাণনাশ করবার জন্যে তোমাকে নিযুক্ত করেছিল ?

কুম্ভ। আমাকে সে রক্তদল ফুলটি পাঠিয়ে দিলে—তাকে মেরে ফেলবার সেই চিহ্ন। আমি মেরেছি তাকে—টঙ্কার দ্বীপে নিয়ে জলে ফেলে দিয়েছি; তারপর আমাকে গুলি করলে।

তুঙ্গপদ। গুলি করলে ? কে ?

কুম্ভ। জানি না।

তুঙ্গপদ। ( উঠিয়া সরিয়া গিয়া স্বগত ) মন্দার এর মূলে আছে। তার গুহায় মদের বোতল প'ড়ে আছে। আজ দশ দিন যাবৎ তার দেখা নেই। (উচ্চে—কুম্ভের কাছে গিয়া) কুম্ভ, তুমি প'ড়ে গেলে পর কি ক'রে বাড়ী এলে ?

কুম্ভ। আমি জলে প'ড়ে যাই; স্রোতে আমাকে পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে এসেছে। আধা-ডুবা অবস্থায় কতক্ষণ ছিলুম জানি না; কিন্তু যখন জেগে উঠেছি,

দেখলুম আমার নৌকা নিকটেই আছে। কোনো রকমে উঠে এখানে চ'লে এলুম—মাটীতে হামাগুড়ি দিতে দিতে এসে ঘরে উঠেছি।

তুঙ্গপদ। (স্বগত) যাই—মন্দারকে গিয়ে বের্ কর্তে হচ্ছে। আরো কিছু আছে ভিতরে।

শীলা। ছেলেটাকে একটু সান্ত্বনার কথা ব'লে যাবে না, দাদা-ঠাকুর? সে যে ভারি যন্ত্রণা পাচ্ছে।

তুঙ্গপদ। শীলা, একে শান্ত ক'রে রাখ। আমি যাই, তার জন্যে সান্ত্বনা নিয়ে আস্‌ব। কুন্ত, তোমার সময় আর বেশী নেই, ভগবানের নাম কর। (স্বগত) যাই মন্দারের কাছে। ওঃ, হরিরাজ! (সরিয়া গিয়া) তোমার বিবাহ-রজনীটি কি ভীষণ হবে তাই ভাব্‌ছি।

(নিষ্ক্রান্ত)

কিরক। (এতক্ষণ কাগজে টুকিতে ছিল—বাহির হইয়া আসিল—পিছন দিকে) যা' বলেছে, তার প্রত্যেক কথাটি টুকে নিয়েছি। এখন, হরিরাজ, তোমার বিবাহ উৎসবে কি সব অতিথি গিয়ে দেখা দিবে, তা' তুমি এখন কল্পনাই কর্‌তে পাচ্ছ না। (নিষ্ক্রান্ত)

কুন্ত। (উঠিয়া) মা, মা! ভারি যন্ত্রণা। জল—তাড়াতাড়ি—জল।

(শীলা দৌড়িয়া গিয়া জল আনিয়া দিল—সে পান করিল। শীলা পাত্রটি ফিরাইয়া আনিল—কুন্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—বিছানায় পড়িয়া গেল।)

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

কঙ্কার প্রাসাদে একটি কক্ষ।

( দণ্ডভৃৎ ও ভৃত্যের প্রবেশ )

দণ্ডভৃৎ। রাণীমাকে বল্ আমি তাঁ'র জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

( মুক্তিকার প্রবেশ।)

মুক্তিকা। তোমাকে দেখে খুসি হলুম, দণ্ডভৃৎ। (ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত)

দণ্ডভৃৎ। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শতদ্রুতে আমার নৌকা প্রস্তুত হ'য়ে আছে। আমার জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে যে আমার এতটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হবে তা' জান্‌তুম না।

মুক্তিকা। হরিরাজের সঙ্গে দেখা ক'রে যাও এই আমার ইচ্ছা। দশ দিন যাবৎ সে কঙ্কার সঙ্গে দেখাটি পর্য্যন্ত কর্‌ছে না! রাত্রিবেলায় একাকী নৌকায় নৌকায় থাকে, দিনে এদিক সেদিক, পাহাড়ের নির্জ্জন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—তার মন ভেঙ্গে গেছে।

দণ্ডভৃৎ। তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবার জন্যে সে বলেছে কি?

মুক্তিকা। কাল জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিল তুমি কোথায় আছ।

দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা যখন আমার সঙ্গে এমন অর্থহীন নির্দ্দয় ব্যবহার

করলেন, তখনই যে আমি আপনাদের বাড়ী ছেড়ে গেছি সে কি তা' জানে না ?

মুক্তিকা। হরিরাজকে গ্রহণ করা অবধি কঙ্কা আর সে মেয়ে নেই। সব সময় ঝগড়া করে—কাঁদে—মন-মরা হ'য়ে থাকে—কিছু মাত্র হাসিখুসি নেই।

দণ্ডভৃৎ। হরিরাজের অবহেলা হয়ত খুব লেগেছে তাঁর।

কঙ্কা। ( বাহিরে ) মুখের উপর জবাব দিস্ না। যা' বাল তাই কর্! চুপ ক'রে থাক্।

মুক্তিকা। শুন্‌লে ? কোনো ভৃত্যকে শাসন কচ্ছে।

কঙ্কা। ( বাহিরে ) আর কথা নয়—এমন ক'রে চাইতে হবে না ব'লে দিচ্ছি !

—( বিবাহের পাত্রীর বেশে সজ্জিতা মালা হাতে কঙ্কার প্রবেশ )—

—( দরজা হইতে ) এই রকম মালার কথা বলেছিলুম আমি ? কোন্ সাহসে তুই বল্লি এ কথা ? ( মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল )

মুক্তিকা। কঙ্কা ! ( কঙ্কা দণ্ডভৃৎকে দেখিতে পাইল—লজ্জিত হইল )

দণ্ডভৃৎ। আপনার বাড়ীতে আমাকে দেখে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন বোধ হয় ?

কঙ্কা। আপনার আগমন এখানে অনভীপ্সিত নয়।

দণ্ডভৃৎ। ( স্বগত ) ভারি ম্লান দেখাচ্ছে মুখখানা ! ও সুখী নয়—সেও কতকটা সান্ত্বনার কথা।

কঙ্কা। ( স্বগতঃ ) ওকে তেমন খুসি দেখাচ্ছে না—তবু রক্ষা।

মুক্তিকা। হরিরাজকে খুঁজে দেখি।

( নিষ্ক্রান্ত )

দণ্ডভৃৎ। আমি আপনাদের বিরক্ত কর্‌তে চাই না। আমাকে —আমাকে রাণীমা ডেকেছিলেন।

কঙ্কা। ( তীক্ষ্ণ ভাবে ) আমাকে আপনি দেখ্‌তে এসেছেন আমি তা' ভাবিনি—আর আস্‌বেনই বা কেন ?

দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা, তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি সেজন্যে দুঃখিত হলুম। আমি কি করিছি তা' আমিই জানিনে, আর তা'তে কিছু যায় আসেও না।

কঙ্কা। মোটেই না !

দণ্ডভৃৎ। আমি তোমাদের চোখ থেকে নিজকে সরিয়ে রাখাটাই ভালো মনে কর্‌লুম।

কঙ্কা। হাঁ, আপনাকে এবং আর একটিকে—আপনি এবং সেই মেয়েটী দু'জনে এক সঙ্গেই স'রে পড়েছেন।

দণ্ডভৃৎ। সেই মেয়ে !

কঙ্কা। ব'লে ফেলেছি ; কিছু মনে কর্‌বেন না।

দণ্ডভৃৎ। মনে না ক'রে উপায় নেই। আমি হরিরাজকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসি। আমি আশা করি সে সময় আস্‌বে, যখন তোমাকে নিজের বোনের মতই ভালবাস্‌তে পার্‌বো।

কঙ্কা। তাই নাকি? আমি সে রকম আশা করি না।

দণ্ডভৃৎ। আমার এবং আমার বন্ধুর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত কর্‌বার জন্যে আমি আমার বন্ধুর স্ত্রীর বিরাগের আকাঙ্ক্ষা করি না।

কঙ্কা। কেনই বা? আমি কে?

দণ্ডভৃৎ। তুমি যদি আমার স্ত্রী হ'তে আর কাউকে ঘৃণা কর্‌তে বল্‌তে, তাহ'লে আমি তা'কে ঘৃণাই কর্‌তুম—তা' না ক'রে পার্‌তুম না।

কঙ্কা। এমন সময় ছিল যখন আপনার মুখের এসব কথায় আমি আস্থা স্থাপন করিছি; কিন্তু এখন বেশ জানা গেছে কি পর্য্যন্ত নীচ প্রতারণা আপনাকে দিয়ে সম্ভব হ'তে পারে।

দণ্ডভৃৎ। কি ক'রে জানা গেল?

কঙ্কা। জানা গেল?—আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে।

দণ্ডভৃৎ। আমার কি?

কঙ্কা। আপনার স্ত্রী—নীল পাহাড়ের কুটীরে যে মেয়েটিকে আপনি লুকিয়ে রেখেছেন। থামুন, আর কথা বল্‌তে হবে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করিছি—সে স্বীকার করেছে।

দণ্ডভৃৎ। স্বীকার করেছে যে সে আমার স্ত্রী?

কঙ্কা। এক মুহূর্ত্তেই সব খুলে ব'লে দিয়েছে।

দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা, শোন। ভয়ঙ্কর এক ভুল হয়েছে—মেয়েটি এমন কথা বল্‌তে পারে না।

কঙ্কা। তা'কে নিয়ে আসুন আমার সাম্‌নে—সেই বল্‌বে।

দণ্ডভৃৎ। সে কোথায় আছে কি ক'রে জান্‌বো ?

কঙ্কা। তাহ'লে নিয়ে আসুন আপনার মাঝিকে—সেও আমাকে এ কথা বলেছে।

দণ্ডভৃৎ। আমি তোমাকে বল্‌ছি এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি মেয়েটি কে তা' জানি না—তা'কে কখন দেখিও নি !

কঙ্কা। দেখেন নি ? ( কজ্জলার চিঠি দেখাইল ) এটা চিনেন ? আপনি ফেলে গেছিলেন, আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

দণ্ডভৃৎ। ( চিঠি লইল ) এটা ! ( পড়িল )

( হরিরাজের প্রবেশ। )

কঙ্কা। হরিরাজ ! ( ফিরিয়া দাঁড়াইল )

দণ্ডভৃৎ। ওঃ ! ( হঠাৎ বিষয়টা বুঝিতে পারিয়া কঙ্কার দিকে চাহিল—অন্য দিকে সে চাহিয়া আছে দেখিয়া চিঠি হরিরাজকে দিল ) তুমি চিন্‌তে পার এটা ? তুমিই তো ফেলেছিলে ?

হরিরাজ। ( চিঠি লুকাইয়া ) এঁ্যা ?—ওঃ !

দণ্ডভৃৎ। নিশ্চয় তুমি। ( উভয়ের মুখের দিকে চাহিল ) কঙ্কা আমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছে।

হরিরাজ। তোমাকে ভারি বিমর্ষ দেখাচ্ছে, দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা, হয়েছে কি?

দণ্ডভৃৎ। কিছু নয়, হরিরাজ। যা'তে কষ্ট হয় কঙ্কাকে আমি তা' ভুলে যেতে অনুরোধ কচ্ছিলুম, আর সে বিষয় কারু কাছে—এমন কি তোমারও কাছে—উত্থাপন কর্‌তে মানা কচ্ছিলুম।

হরিরাজ। আমি নিশ্চয় জানি তোমার সব অনুরোধ সে রক্ষা কর্‌বে।

কঙ্কা। আমি ভুলেই যাব। (স্বগত) কিন্তু ওকে আমি কখ্‌খনো ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বো না—কখ্‌খনো নয়।

দণ্ডভৃৎ। (স্বগত) কঙ্কা এখনো আমাকে ভালবাসে—আর হরিরাজ ভালবাসে অন্য এক মেয়েকে। হায়! কি দুর্ভাগ্য আমি। (নিকটে গিয়া) হরিরাজ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

(দণ্ডভৃৎ ও হরিরাজ সরিয়া গেল।)

কঙ্কা। এই আমার বিয়ের দিন। যে একটি মাত্র মানুষকে আমি ভালবেসেছি সে ঐ চ'লে যাচ্ছে। সে যখন কাছে থাকে তখন তার সঙ্গে যারপর নাই নির্দ্দয় ব্যবহার কর্ত্তে পারি—কিন্তু যখন চ'লে যায় তখন সঙ্গে ক'রে আমার সুখ শান্তি সব নিয়ে যায়—আমার শরীরে যেন প্রাণের শেষ স্পন্দনটিও থেমে আসে—

আমার এই রকমই মনে হয়। বিয়ের পাত্রীর উপযুক্ত মনের ভাবই বটে! ওঃ! তার যদি বিয়ে না হ'তো—কিন্তু না, হ'য়ে গেছে; আর আমাকেও বিয়ে কর্‌ত—ওঃ! কি প্রবঞ্চক! ওঃ। তাই যদি কর্‌ত, তাহ'লে তার শাস্তিটিও দিতুম নিজ হাতে—সেই হ'তো আমার জীবনের সব চেয়ে সুখের মুহূর্ত্ত।

( **কঙ্কার গান** )

ভালবাসার একি টান!
দূরে গেলে প্রাণ কাঁদে,
কাছে আস্‌লেই অভিমান!
বল্‌বো মনে করি যত,
মুক হ'য়ে যাই তত!
রাগে আমার কান্না আসে,
বাঁচে কিসে নারীর মান!

( নিষ্ক্রান্ত )

---

# তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দারের কুটীরের বহির্ভাগ।

( তুঙ্গপদের প্রবেশ )

তুঙ্গপদ। এইতো মন্দারের কুটীর। পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পা' আর চল্‌ছে না। বাড়ী আছে কি না কে জানে! হাঁ, ভেতর দিক থেকে দরজা বন্ধ। ( ঘা দিল ) মন্দার —মন্দার, ঘরে আছ?

মন্দার। ( বাহির হইতে ) না, আমি বাইরে। ( মন্দারের প্রবেশ ) —এ্যাঁ! বাবাঠাকুর যে!

তুঙ্গপদ। চল ভেতরে যাই মন্দার, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মন্দার। আমি—আমি তো চাবি হারিয়ে ফেলেছি।

তুঙ্গপদ। কেন, ভেতর থেকে যে বন্ধ?

মন্দার। হাঁ, আমি—আমি ভেতর থেকেই তালা বন্ধ করি—আর, আর—পাছে হারিয়ে যায় তাই চাবিটা এখানেই রেখে যাই।

তুঙ্গপদ। মন্দার, এখানে এস আমার কাছে। তুমি মিথ্যা বল্‌ছ। চাও তো আমার মুখের দিকে। এই দশ দিন তোমার কি হয়েছিল? তিনবার এসেছি, এসে দেখেছি তোমার দরজা বন্ধ; কিন্তু ভেতরে তোমার নড়াচড়ার শব্দ শুনেছি।

মন্দার। ও বিড়ালটা।

তুঙ্গপদ। মন্দার, কুম্ভকে গুলি করেছিলে কেন ?

মন্দার। কে বল্লে তোমাকে ?

তুঙ্গপদ। সে নিজেই।

মন্দার। ওঃ! বাবাঠাকুর, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

তুঙ্গপদ। এই তো তার কাছ থেকে আস্‌ছি।

মন্দার। ঐ নীচে থেকে আস্‌ছ কি ?

তুঙ্গপদ। কোথায় নীচ থেকে ?

মন্দার। নীচে, একজনকে খুন করার পর তার—তার—যেখানে থাক্‌বার কথা ?

তুঙ্গপদ। তুমি তা' কি ক'রে জান্‌লে ?

মন্দার। কি ক'রে—কি ক'রে জান্‌লুম আমি ? শোন, বাবাঠাকুর, তার ভূত—

তুঙ্গপদ। সে মরেনি এখনো—কিন্তু মরবার আর দেরী নেই। তোমার গুলিই তার কারণ।

মন্দার। এযে সে তা' বল্‌বার আগে আমি জান্‌তুম না।

তুঙ্গপদ। কে বল্লে তোমাকে ?

মন্দার। কে বল্লে ?

তুঙ্গপদ। কে ? কে ? —কুম্ভ নয়—কারণ সে নিজেই জানে না কে তা'কে গুলি করেছে।

মন্দার। দাঁড়াও বল্‌ছি। রাত্রি সেদিন দুপুর, আমি বাড়ী

আস্‌ছিলুম—সময়টা ঠিক আমার মনে আছে—পথে চন্দনের বাড়ী উঠ্‌লুম—ঐ যে চন্দন, অনিন্দের বাবার খুড়োর মেসো না কি হয়—জানো না? খুব ভালো লোক—

তুঙ্গপদ। মন্দার, তুমি আমাকে প্রতারণা কচ্ছ।

মন্দার। এ্যাঁ! কি বল?

তুঙ্গপদ। তোমার মুখ দেখেই বুঝি তুমি মিথ্যা কথা বল্‌ছ। তুমি কুম্ভকে মেরেছ কে বল্লে তোমাকে?

মন্দার। একটু আগে তুমিই তো একথা বল্লে।

তুঙ্গপদ। সে যে কুম্ভ তা' তোমাকে কে বল্লে?

মন্দার। তাই তো বল্‌ছি, শোন—গেলুম তো অনিন্দের বাড়ীতে, সেখানে চন্দন ছিল আর রামভদ্র—না, রামভদ্রই, চন্দন নয়। তা চন্দন বল্লে—কোত্থেকে এলি? আমি বল্লুম—বাড়ী থেকে। বল্লে—কোথায় যাচ্ছ? আমি বল্লুম—কেন বাড়ী যাচ্ছি। সে ব'লে উঠ্‌ল—বাড়ী থেকে আস্‌ছ আবার বাড়ী যাচ্ছ কি রকম? আমি বল্লুম—বাড়ী থেকে না আস্‌লে বাড়ী যায় কি ক'রে লোক! কি বল, বাবাঠাকুর—আমি ঠিক বলিনি? আমি তো একথাই বল্লুম, বাড়ী থেকে বেরিয়ে না এলে বাড়ী যাওয়া যায় কি ক'রে? তা' সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না! তর্ক—ভীষণ তর্ক! সে কি আর থামে—চল্‌লো—অনেকক্ষণ—

তুঙ্গপদ। তারপর ?

মন্দার। চল্‌লো—

তুঙ্গপদ। তারপর কি হলো ?

মন্দার। তর্ক চল্‌তে লাগ্‌লো—তার কি শেষ আছে ? চল্‌লোই চল্‌লো—

তুঙ্গপদ। দেখ, মন্দার ! আমি ব্রাহ্মণ, আমার নিকট মিথ্যা বল্‌লে—

মন্দার। শাপ দিও না, বাবাঠাকুর ! শোন ঠিক কথা—আমার বল্‌তে নিষেধ আছে—প্রতিজ্ঞা করিছি বল্‌বো না।

তুঙ্গপদ। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত ক'রে দিচ্ছি। বল আমাকে। তুমি কি সেই বেচারীকে খুঁজ্‌ছিলে—সেই আমাদের আদরের কজ্জলাকে ? ওঃ ! তুমি তা'কে সেখানে একাকী ফেলে এলে কি ক'রে ?

( কজ্জলার প্রবেশ। )

মন্দার। না, ফেলে আসিনি।

তুঙ্গপদ। ( ফিরিয়া কজ্জলাকে দেখিয়া ) কজ্জলা ! তুই বেঁচে আছিস্ মা ? —এ্যাঁ ? ওঃ ! কজ্জলা, আয় মা !

( আলিঙ্গন )

মন্দার। বাবাঠাকুর, ও বেঁচে না থাক্‌লে আমিই কি বেঁচে আছি দেখ্‌তে ? আমাকে তাহ'লে তুমি চেননি। সে উপরে না এলে আমি যে এতদিনে হ্রদের তলায় থাক্‌তুম !

তুঙ্গপদ। মা, কথা বল্‌—শুনি তোর গলার মিষ্টি আওয়াজটি !

কজ্জলা। ওঃ, বাবাঠাকুর ! আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও—দূরে—বহুদূরে—অন্য দেশে।

তুঙ্গপদ। এমন ক'রে লুকিয়ে ছিলে কেন এখানে ?

কজ্জলা। তিনি দেখ্‌বেন সেই ভয়ে।

তুঙ্গপদ। হরিরাজ ? তাহ'লে তুমি এ কথা জান্‌তে যে হরিরাজই কুম্ভকে তোকে সরিয়ে দিতে পাঠিয়েছিল ?

কজ্জলা। হায় ! আমি মরলুম না কেন ? আমাকে তিনি ঘৃণা কর্‌বেন, বেঁচে থেকে আমার কি তাই দেখ্‌তে হ'লো ?

তুঙ্গপদ। জানিস্‌ মা, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে ?

কজ্জলা। জানি, মন্দার বলেছে। তাইতো লুকিয়ে আছি।

তুঙ্গপদ। ও কি বল্‌ছে ?

মন্দার। সে এখনো তা'কে ভালবাসে—তার কথার অর্থ তাই।

তুঙ্গপদ। যে তোর প্রাণনাশ কর্‌তে চেয়েছিল তা'কে ?

কজ্জলা। এ প্রাণ কি তাঁর নয়, বাবাঠাকুর? তাঁর ভালবাসা যদি আমার ভালবাসার মত স্থায়ী না হ'য়ে থাকে সে দোষ কি আমার নয়? আমি চাষার মেয়ে, কোনো মতেই তাঁর উপযুক্ত নই। তিনি যদি আমাকে বল্‌তেন—"কজ্জলা, তোমার মৃত্যুতেই আমি সুখী হব", তাহ'লে তো আমি নিজেই হেসে হেসে মর্‌তুম—সে মরণই তো আমার সুখের মরণ হ'তো।

তুঙ্গপদ। তুই কি মা নিজে এমন ক'রে লুকিয়ে থেকে তার অন্যায়ের অপরাধের আনন্দের প্রশ্রয় দিবি?

কজ্জলা। আমি বেঁচে থাক্‌লে তো তাঁর লজ্জা, তাঁর সর্ব্বনাশের কারণই হতুম—আমি কি এখন তাঁর পায়ের কাঁটার মত নই? ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন—আমি কেন আর তাঁকে কষ্ট দিতে যাবো? তিনি যখন আমাকে মারবার আদেশ দিলেন, ওঃ! না জানি তখন তিনি কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাই পেয়েছেন—হায়! সে কি আর আমি বুঝি না?

তুঙ্গপদ। তাহ'লে তুই ম'রে গেছিস্ তার মনে এই ধারণাই রাখ্‌তে চাস্?

কজ্জলা। হাঁ, তাই হোক—তাহ'লে হয়ত আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা একদিন ফিরে আস্‌তেও পারে; তাহ'লে তিনি যে মাটীতে দাঁড়াতেন সেই মাটীকেও যে পূজা

করতো সেই কীটের অধম কীট যে কঙ্কলা তার প্রতিও তাঁর একদিন একাধটুকু দয়া হ'তে পারে।

তুঙ্গপদ। কোথায় যাবি, মা, তুই ?

কঙ্কলা। জানি না। যেদিকে চোখ যায়, একদিকে গেলেই হ'লো। শুধু জানি চ'লে যেতে হবে—দূরে—বহু দূরে।

মন্দার। সকল জায়গাই সমান।

কঙ্কলা। আমি এখন পৃথিবীতে একা।

( **কঙ্কলার গান** )

ওগো, এ জগতে আমি একা—
আমি একা !
আমি যারে চাই সে মোরে চাহেনা,
নিয়তি লেখা !
আমি হাসি মুখে, হৃদয়-দেবতা,
তব সুখ তরে মরিতে চাই !
জীবনে ঠেলেছো চরণে আমায়,
মরণে যদি গো চরণ পাই :
যাব দূরে যেথা ল'য়ে যায় আঁখি,
একা—শুধু একা !
মিটে গেছে সাধ—জেনেছি জীবন
আশা-মরিচীকা !

তুঙ্গপদ। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস ! সুখ-সৌভাগ্য ভোগের লোভে এমন কাজ করলি তুই ! তুইও আবার মানুষ ! আয় মা,

কজ্জ্বলা, আমার ঘরই আজ থেকে তোর ঘর। তুই পৃথিবীতে একা নোস্—আর একজন আছে তোর পাশে—বাবাঠাকুর আর নয়, আজ থেকে সে তোর বাবা।

মন্দার। একজন নয়—ছ'জন। আমি ওর মা—আমিই তো এই দ্বিতীয় বার ওকে পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছি।

তুঙ্গপদ। (অন্যদিকে চাহিয়া) চুপ! চেয়ে দেখ ওদিকে, মন্দার, রাস্তায় ও কি?

মন্দার। (অগ্রসর হইয়া) সৈন্য যে! অনেকগুলো! রাস্তায় আবার সৈন্য বেরুল কেন? ওদের সঙ্গে কে? রাজকর্ম্মচারী কিরক—তারা দিদিরাণীর প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে, একটা কিছু হয়েছে।

তুঙ্গপদ। স'রে এস, চুপ ক'রে ভিতরে থাক, আমি যাই প্রাসাদে, দেখে আসি কি ব্যাপার। (অগ্রসর হইল)

কজ্জ্বলা। প্রতিজ্ঞা কর, বাবাঠাকুর, তুমি কিছু বল্‌বে না—তুমি এবং মন্দার যা' জান তা' কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বে না—কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বে না যে আমি বেঁচে আছি—যাবার আগে ব'লে যাও এটুকু।

তুঙ্গপদ। তাই বল্‌লুম, কজ্জ্বলা, কাউকে কিছু বলবো না এ সম্বন্ধে।

(নিষ্ক্রান্ত)

কজ্জলা। ( কুটীরের ভিতর গিয়া ) মন্দার, আমাকে বন্ধ ক'রে রাখ—এইবার চাবি তোমার সঙ্গে নিয়ে যেয়ো !

( ভিতরে নিষ্ক্রান্ত )

মন্দার। ( দরজায় তালা লাগাইয়া ) থাকো এখন, ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তো থাকে তেম্‌নি থাকো। আমি বরাবরের মত পাহাড়ের উপর আমার বিছানায় গিয়ে শুই—পাহাড়ই হবে আমার বালিশ—আর চারদিক ঘিরে আছে এমনি একখণ্ড মেঘ হবে আমার গায়ের কম্বল।

( নিষ্ক্রান্ত )

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

কঙ্কার প্রাসাদের বহির্ভাগ।

( কিরক ও সৈন্যগণের প্রবেশ। )

কিরক। চুপি চুপি অগ্রসর হও, সৈন্যগণ ; চারিদিকে, বনে, এখানে, সেখানে লুকিয়ে থাক—কেউ কেউ থাক বাহিরের ফটকের কাছে—আরো দু'জন এদিকে জানালাগুলো পাহাড়া দাও, যদি পালাতে চায় তাহ'লে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়্‌বে। হাঁ, এখন

বাড়ীটা ঘেরাও করা হয়েছে বটে। (ভিতরে গান বাজনার শব্দ) ওঃ! তারা গান বাজনা কচ্ছে। খুব ফুর্ত্তি, খুব মজা লুঠ্‌ছে! জানে না চারিদিকে জাল ছড়ানো হয়েছে। এখন হরিরাজ! আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—কেমন—না? কিন্তু এবার যে প্রশ্ন নিয়ে এলুম তার জবাব আর পা' দিয়ে দিতে হবে না, মাথা দিয়েই দিতে হবে। আমার চিঠি না খুলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এ কাগজটি তেমন সহজে ফিরিয়ে দেওয়া চল্‌বে না।

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনাপতি। সব ঠিক হয়েছে।

কিরক। যেমন ব'লে দিয়েছিলুম, স্ত্রীলোকটিকে পেয়েছ?

সেনাপতি। এই তো সে।

(দুইজন সৈনিক শীলাকে ধরিয়া নিয়া আসিল।)

শীলা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) এ আবার কি? আমার প্রতি এমন ব্যবহার কেন—আমি কি করিছি?

কিরক। তোমাকে একটু দরকার আছে কিছু সময়ের জন্যে—তোমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে এখানে। এদিকে নিয়ে এস। আমার পিছনে এস।

(নিষ্ক্রান্ত)

শীলা। ( ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া ) আমার ছেলের কাছে আমাকে ফিরে যেতে দাও। ওগো! আমাকে ছেড়ে দাও, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। আমার ছেলের কাছে যাই আমি, ছেড়ে দাও। ( ছাড়াইতে চেষ্টা )— ওঃ! নরকের সয়তান তোরা! ছেড়ে দে আমাকে, ছেড়ে দে।

( শীলাকে লইয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত। )

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

কঙ্কার প্রাসাদের উৎসব ঘর। হরাদ্রি, বল্লভ, দর্শন, ক্রুতু, আদ্রা প্রভৃতি অতিথি বরের সখা এবং পাত্রীর সখীগণ সমবেত। গান-বাজনা চলিতেছে।

**( সখিগণের গান। )**

হাসিছে মধুর উৎসব-মুখরা নিশিথিনী!
গাও মিলন গান সবে হাস মধুরহাসিনী!
রত্নখচিত মুকুতাভরণ পর সখি গলে,
ফুল্ল-ফুল-হার গাঁথি ল'য়ে সখি জড়াও কুন্তলে;
প্রমোদ-কক্ষে স্ফটিক আধারে
হাসে দীপমালা!

হাসে নীরবে সুনীল আকাশে
চারু তারা-মালা !
ফল ফুল সাজে স্তবকে স্তবকে,
বিশাল প্রমোদ-ভবন !
উঠে সঙ্গীত-লহরী, কল হাসি-রব
অপ্সরা-নুপুর নিক্কণ !
ছোটে মধুর কুসুম-গন্ধে
অন্ধ পাগল মলয়া !
জোছনা-পুলক কণ্ঠে গাহে
পিক-বধু পাপিয়া !
পিও প্যারী পিয়ালা ভরি, প্রেমে মাতহ সজনি !
মিলাও আদরে উজলে মধুরে, আজিকে সোহাগ-রজনী !

হরাদ্রি। দর্শন, আজকের উৎসবের কথা জীবনে ভুল্‌বো না।

ক্রতু। হাঁ, তিন দিন ধ'রে সমানে চলেছে; বিয়ের লগ্ন বোধ হয় এলো ব'লে।

দর্শন। ( বল্লভের প্রতি ) কখন আরম্ভ হবে বিয়ের কাজ ?

বল্লভ। রাত্রি সাত দণ্ডের পর ফাঁসী, ঐ আঙ্গিনায় ফাঁসীকাঠ প্রস্তুত হয়েছে—শ্রীমান হরিরাজের ঝুলে পড়্‌তে আর বেশী দেরী নেই। তোমরা যাকে উদ্‌বাহ বল আমি তাকে উদ্বন্ধন বলি।

হরাদ্রি। হরিরাজকে বাস্তবিক ফাঁসীর আসামীর মত দেখাচ্ছে। আমি তা'কে তিনবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নাম্‌তে দেখেছি,

কিন্তু এমন মলিন ফ্যাকাশে মুখ তার কখনো দেখিনি।

দর্শন। সে ভীষণ সুখের সম্মুখীন হ'য়ে ভীত হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনে হয়।

হরাদ্রি। দণ্ডভৃৎ কোথায়?

( দণ্ডভৃতের প্রবেশ। )

দর্শন। চুপ্! ঐ এসেছে সে।

দণ্ডভৃৎ। তার জন্যে চুপ্ করার দরকার নেই। কঙ্কার প্রতি আমার ভালবাসা আমি গোপন করতে চাইনে, সেই আমার গর্ব্ব। তবে সে যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাউকে পেয়ে থাকে সে আমার দোষ নয়।

হরাদ্রি। শ্রেষ্ঠতর সে নয়।

দণ্ডভৃৎ। শ্রেষ্ঠতরই বটে—কঙ্কা তাই মনে করে, আর সে যা' মনে করে তাই ঠিক হয়।

( মুক্তিকার প্রবেশ। )

মুক্তিকা। কে বলে কাশ্মীরে প্রাচীন গৌরবের দিন আর নেই? আসুন ভদ্র মহোদয়গণ, মেয়ের সখীরা সব মেয়ের সঙ্গে যাবে। অতিথিগণ নাটঘরে সমবেত হউন।

( চিঠি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। )

ভৃত্য। ( বল্লভের প্রতি ) এক জন ভদ্রলোক আপনাকে এই চিঠি দিতে বল্লেন।

বল্লভ। এক জন ভদ্রলোক! এখানে কি দবকার? ( চিঠি পড়িল ) এঁ্যা! ভারি গুরুতর ব্যাপার যে!

হরাদ্রি। কি হয়েছে?

বল্লভ। একটি নরহত্যা হয়েছে।

সকলে। নরহত্যা?

বল্লভ। হত্যাকারীকে নাকি পাওয়া গেছে। তা'কে ধর্‌তে আমার সইয়ের দরকার।

হরাদ্রি। ঝুলুক ব্যাটা ফাঁসীকাঠে। ( দর্শনের কাছে গেল )

বল্লভ। বিয়ের উৎসবে এসেও আমার মত রাজকর্ম্মচারীর রক্ষা নেই।

মুক্তিকা। আপনার কর্ত্তব্যপালন আপনি সব জায়গায়ই কর্‌বেন।

বল্লভ। কোনো মেলায় কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে বোধ হয়। কিরক কি নীচে আছেন?

মুক্তিকা। ( চমকিয়া উঠিয়া ) কিরক?

বল্লভ। নিয়ে চল তো তাঁর কাছে।

( ভৃত্য ও বল্লভ নিষ্ক্রান্ত। অতিথিরা চঞ্চল হইয়া সে দিকে অগ্রসর হইল )

মুক্তিকা। কিরক এখানে! তা'কে কে এবাড়ীতে নিয়ে এল?

(নিষ্ক্রান্ত)

(অন্য দিকে হরিরাজের প্রবেশ, তার মুখ মলিন।)

হরিরাজ। (বসিল) বৃথা চেষ্টা—যে ভয় নিয়ে এই বিবাহ কর্‌তে যাচ্ছি, তা' কিছুতেই দমন কর্‌তে পার্চ্ছি না—কিন্তু, ভয় কিসেরই বা? ওঃ! দুঃখে, ভয়ে আমার হৃদয় ফেটে পড়্‌বার যো হয়েছে যে!

(কঙ্কার প্রবেশ।)

কঙ্কা। হরিরাজ! তোমার হয়েছে কি?

হরিরাজ। (উঠিয়া) তোমাকে বল্‌বো—হাঁ, তা'তে আমার বুকের বোঝা পাত্‌লা হ'তে পারে। এক সময় ভাব্‌তুম তুমি আমার গোপন কথা জান;—আমার ভুল হয়েছিল। নীল পাহাড়ের কুটীরে যে মেয়েটীকে দেখেছিলে—

কঙ্কা। কঙ্কলা?

হরিরাজ। সে আমার স্ত্রী ছিল।

কঙ্কা। তোমার স্ত্রী!

হরিরাজ। চুপ! এই কার্য্যের ফলে যে সব দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে, তা'তে পাগল হ'য়ে আমি তার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিছি—সে তাই আত্মহত্যা করেছে।

কঙ্কা। হায়! ভগবান!

হরিরাজ। আমার কাছে চিরবিদায় নিয়ে সে আমাকে চিঠি লিখেছিল; পরদিন তার কাপড় চোপড় হ্রদে ভাস্‌ছে দেখা যায়।—( কঙ্কা বসিয়া পড়িল ) সে দিন থেকে আমার সুখ শান্তি, স্নান আহার—সব চুকে গেছে। দিবারাত্রি আমার একই চিন্তা—তার প্রতি আমার ভালবাসা সহস্র গুণ হ'য়ে এখন ফিরে এসে প্রতিহিংসা নিচ্ছে।

( বাহিরে গোলমাল শোনা গেল )

কঙ্কা। ভগবান্! একি হ'লো! এ্যাঁ! বাইরে গোলমাল কিসের?

( ভীত শঙ্কিত অবস্থায় মুক্তিকার প্রবেশ।
প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা লাগাইয়া দিল। )

মুক্তিকা। হরিরাজ! বাবা আমার!

হরিরাজ। মা!

কঙ্কা। মা, ওতো এখানেই। তার দিকে চাও—তার সঙ্গে কথা বল—এমন ক'রে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকো না। ওঃ! মা, কথা বল—আমার বুক যে ফেটে পড়্‌ছে।

মুক্তিকা। পালাও—পালাও! ( হরিরাজ যাইতে উদ্যত ) এদিকে নয়! না—দরজায় দরজায় পাহাড়া। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে সৈন্য; তুই—তুই ধরা পড়িছিস্—

ফাঁদে ধরা পড়িছিস্—কি কর্‌বো আমরা এখন ?
আমার ঘরের জানালা—আয়—আয়—তাড়াতাড়ি—
তাড়াতাড়ি !

কঙ্কা। কি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ?

হরিরাজ। নরহত্যার। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

( বাহিরে গোলমাল )

মুক্তিকা। চুপ ! আস্‌ছে তারা—পালা ! জানালার নীচেই তোর নৌকা আছে। কথা বলিস্ না ! দেশ ছেড়ে—বহু দূরে থেকে—খবর জানাস্ ! তার আগে কথা নয়।

( তাহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল ; বাহিরে গোলমাল। )

কঙ্কা। নরহত্যা ! না, সে নির্দ্দোষ।

মুক্তিকা। তোর ঘরে যা ! তাড়াতাড়ি যা—নইলে তুই সব বের ক'রে দিবি—তোর চেহারাতেই সব প্রকাশ হ'য়ে যাবে।

কঙ্কা। না, মা—হবে না। ( দৃঢ়তার সহিত )

মুক্তিকা। যা' বল্‌ছি—তুই যে আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌বি। এম্‌নি মাথা ঠিক নেই। ওঃ! ( বাহিরে গোলমাল )

কঙ্কা। নাটঘরে যে গোলমাল !

মুক্তিকা। তারা আস্‌ছে ! কাঁপছিস্ তুই—যা ; এখানে

থেকে আর তার অনিষ্ট করিস্‌নে—আমি একাই বিপদের সম্মুখীন হব।

কঙ্কা। সে তো দোষী নয়।

মুক্তিকা। তা'তে আমার কি হয়েছে, ছুড়ী! আমি তার মা—আমার সন্তানের রক্ত খুঁজ্‌ছে তারা! ব'সে পড়্‌ ঐখানে—অন্যদিকে চেয়ে থাক। তারা এসে পড়েছে!

(দরজায় ভীষণ আঘাত—দরজা সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেনাপতি ও সৈন্যগণের প্রবেশ। ভদ্রলোকগণ মুক্ত তরবারিহস্তে বাধা দিতে দিতে প্রবেশ—তাহাদের পিছনে স্ত্রীলোকগণ। কিরকের প্রবেশ—দণ্ডভৃতের প্রবেশ।)

কিরক। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের তরবারি খাপে রাখুন—বাড়ীটি বহু সৈন্য দ্বারা পরিবৃত—আমরা এখানে রাজার আদেশ বহন ক'রে এসেছি।

কঙ্কা। (একজনের হাত হইতে তরবারি ছিনাইয়া লইয়া সকলের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া) ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আমার সঙ্গে—এমন এক সময় ছিল, যখন কাশ্মীরের রাজাও এসে এই প্রাসাদে রক্তাক্ত অভ্যর্থনা ছাড়া আর কিছুই পায়নি।

অতিথিগণ। বের ক'রে দাও সকলকে।

দণ্ডভৃৎ। (বাধা দিয়া) কঙ্কা, তুমি কি পাগল হয়েছ?

তলোয়ার নামান আপনারা—স'রে দাঁড়ান। বলুন তো রাজকর্ম্মচারী বল্লভ, এই উৎপাতের অর্থ কি ?

( দুই দিকে দুইজন সরিয়া দাঁড়াইল ; বল্লভ অগ্রসর হইল। )

বল্লভ। শত্রুজিৎ-পত্নী, আপনার বিরুদ্ধে এক ভীষণ অভিযোগ উপস্থিত। আমি জানি—আমি আশা করি—সে নির্দ্দোষ। তাই আমি বল্‌ছি, এ সম্বন্ধে এখনি এখানে অনুসন্ধান হউক। এখানে তার বন্ধুবান্ধব সকলি উপস্থিত রয়েছেন। এ কেলেঙ্কারীর এখানেই মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া যাক্।

দণ্ডভৃৎ। হরিরাজ কোথায় ?

কিরক। কোথায় সে ? আমরা তা'কে খুঁজ্‌ছি ; সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ? তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ বাড়ীটা

( দুইজন সৈন্য নিষ্ক্রান্ত। )

মুক্তিকা। ( বল্লভের প্রতি ) এও কি সইতে হবে আমাদিগকে ? আপনি প্রধান রাজকর্ম্মচারী হ'য়ে কি অনুমতি দিচ্ছেন—

বল্লভ। মাপ কর্‌বেন—যা' রীতি আছে—

মুক্তিকা। ব'লে যান।

কিরক। ( দরজায় দাঁড়াইয়া ) এ কোন্ ঘর ? বন্ধ দেখ্‌ছি—

মুক্তিকা। এ আমার শোবার ঘর।

কিরক। কর্ত্তব্য যা'—তা' পালন কর্‌তে হবে।

মুক্তিকা। ( মাটীতে চাবি ফেলিয়া দিয়া ) তাই হোক্।

কিরক। ( চাবি কুড়াইয়া লইল—দরজা খুলিল ) মায়ের কাছে চাবি ছিল—ছেলে নিশ্চয়ই এখানে আছে।

( কিরক, সেনাপতি এবং দুইজন সৈন্য নিষ্ক্রান্ত। )

মুক্তিকা। ( স্বগত ) এতক্ষণে পালিয়েছে।

বল্লভ। অরিন্দম-তনয়া শ্রীমতী কঙ্কা আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। এই ব্যাপারে আমার হাত না দিয়ে উপায় নেই—কিন্তু বাস্তবিক আমি বড় দুঃখিত—

কঙ্কা। আপনার দুঃখিত হওয়ার কথা আর আমাকে বল্‌বেন না। আপনার যথাসাধ্য তো কর্‌ছেনই। সুবিচারের আশা হ'তে নয়, জঘন্য বিদ্বেষ হ'তেই হরিরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সৃষ্টি হয়েছে—তার উপর এই লজ্জার বোঝা চাপানো হচ্ছে।

দণ্ডভৃৎ। কঙ্কা!

কঙ্কা। আপনি চুপ করুন। তার জীবন বিপদাপন্ন; তা'কে ভালবাস্‌তে পারি বা না পারি, তার হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো তো—আর সেটুকু আপনাদের পুরুষ দিয়ে হবে না তা' জানি। ( বল্লভের প্রতি ) আপনাদের নীচ জঘন্য কাজ যা'—তা' ক'রে যান। মন্দ যা' করবার, তা' তো করেইছেন—আমাদের অতিথি-

দিগকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছেন, আমাদের উৎসব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছেন, আজ্‌কের রাত্রির স্মৃতিকে—যা' সুখস্মৃতি হওয়াই উচিত ছিল—চিরদিনের মত, দুঃখ-লজ্জার কালিমায় ম্লান ক'রে তুলেছেন।

মুক্তিকা। ঐ শোন! আমি শুন্‌ছি—তার গলার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি। এ হ'তে পারে না।

(কিরকের প্রবেশ।)

কিরক। বন্দী এখানেই আছে।

মুক্তিকা। আঃ! (চীৎকার করিয়া উঠিল) এখানে! ওরে রক্ত-পিপাসু! তাকে পেয়ে ফেলেছিস্? যে জিভ্ থেকে এই কথা বেরুলো তা' খ'সে যাক্, যে চোখ তা'কে প্রথম দেখ্‌তে পেয়েছে তা' চিরদিনের মত গ'লে—নিভে যাক্।

দণ্ডভৃৎ। ওগো—থামুন!

কঙ্কা। মা! মা!

মুক্তিকা। কি বল্‌তে চাস্ তোরা? (দুইজন সৈন্য হরিরাজকে হাতে শৃঙ্খল দিয়া নিয়া আসিল)—আমার মুখ বন্ধ হ'তে পারে, কিন্তু আমার শরীরের প্রত্যেকটি ধমনী হ'তে তার উপর অভিশাপ ফেটে পড়্‌বে। (ফিরিয়া হরিরাজকে দেখিতে পাইল; তার বুকের উপর পড়িয়া।)—বাবা! বাবা আমার!

হরিরাজ। মা, শান্ত হও—শান্ত হও। (অগ্রসর হইয়া গিয়া) ভাই দণ্ডভৃৎ, এই দেখ আমার হাত। তুমি কি ভাব্‌ছ এই হাত রক্ত-মাখা? (দণ্ডভৃৎ তার হাত চাপিয়া ধ'রল—ভদ্রলোকেরা তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—তার হাত ধরিল।) ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; আপনারা আমার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করেছেন। মা, শান্ত হও; ব'স এখানে।

কঙ্কা। এখানে এস, হরিরাজ; তোমার স্থান আমার পাশে।

হরিরাজ। (বল্লভের প্র ত) এখন আমি প্রস্তুত।

কিরক। (বল্লভের প্রতি) যে সাক্ষ্যের জোরে হরিরাজের বিরুদ্ধে রাজাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে তা' আপনার সাম্‌নে উপস্থিত কর্‌ছি। এই কুন্তের উক্তি—এই কুন্ত হরিরাজের অনুচর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে এই কথা বলেছে।

বল্লভ। তার সাক্ষী কই?

কিরক। (একজন সৈন্যকে) স্ত্রীলোকটিকে ডাক।—(দু'জন সৈন্য শীলাকে লইয়া প্রবেশ।)—আমার সাক্ষী আছে! যা' যা' দরকার তার কিছুরই অভাব নেই, সব ঠিক আছে।

বল্লভ। কুন্তের উক্তি পড়ুন।

কিরক। (পড়িল) "মৃত্যু শয্যায় শুইয়া তার মাতা শীলা এবং ব্রাহ্মণ তুঙ্গপদের সম্মুখে হরিরাজের অনুচর কুন্ত এই উক্তি করিতেছে"—

(তুঙ্গপদের প্রবেশ।)

হাঁ,—আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন, ব্রাহ্মণ!

তুঙ্গপদ। আমারো তাই বিশ্বাস।

কিরক। আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করার দরকার হ'তে পারে।

তুঙ্গপদ। সে আমি নিয়েই এসেছি।

কিরক। "এই উক্তি করিতেছে যে—সেই উল্লেখিত কুন্ত কজ্জ্বলা নামীয়া একটি মেয়েকে হত্যা করিয়াছে। সে আরো বলিল যে উক্ত কজ্জ্বলা হরিরাজ এবং কঙ্কার বিবাহের বাধাস্বরূপ ছিল, তাই হরিরাজ তাহাকে এই হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।"

বল্লভ। শীলা, কুন্ত কি এই হত্যাকার্য্য স্বীকার করেছে?

শীলা। সয়তানী কথা—আগাগোড়া মিথ্যা। এই লোকটা (কিরককে দেখাইয়া) কখ্‌খনো আমার ঘরে যায় নাই—সব বানিয়ে নিয়েছে। সব সয়তানী—সব সয়তানী!

কিরক। তাই নাকি! আচ্ছা—আচ্ছা, ব্রাহ্মণ তুঙ্গপদ কখ্‌খনো এ কথা বল্‌বে না। (তুঙ্গপদের প্রতি) কুন্ত

আপনার সম্মুখে এই কথা স্বীকার করে নাই, ব্রাহ্মণ ?

তুঙ্গপদ। আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার কচ্ছি।

কিরক। সে দিতেই হবে! রাজার আইনে বাধ্য কর্‌বে।

তুঙ্গপদ। ব্রাহ্মণের বদ্ধ ঠোঁট খুল্‌তে পারে, সে আইনকে আমি দেখ্‌তে চাই—ভগবান যা' গোপন রেখেছেন তা' প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা মানুষের নেই।

কঙ্কা। আপনার দুজন সাক্ষী তো দেখা গেল। সখীগণ, দাঁড়াও আমার পিছনে এসে। ভদ্র মহোদয়গণ, একটু সরুন।

( তুঙ্গপদ নিষ্ক্রান্ত )।

কিরক। আমাদের প্রমাণ যথেষ্ট আছে—সারা দেশকে শূলে দেবার মত প্রমাণ আছে। কুম্ভ এখনো মরে নাই। কুম্ভের সঙ্গে হরিরাজের এই কথা ছিল যে, এই হত্যাকার্য্য করাতে হ'লে তার আদেশ এবং অনুমতি স্বরূপ হরিরাজ তার হাতের রক্তদল ফুলটি মাত্র তাকে পাঠিয়ে দেবে।

মুক্তিকা। আঃ!

হরিরাজ। চুপ্‌! আমি স্বীকার কচ্ছি কুম্ভ আমার কাছে এই প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু আমি এই ভীষণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিছি।

কিরক। কিন্তু রক্তদল ফুলটি পাঠিয়ে দিয়েছিলে।

হরিরাজ। কখ্‌খনো নয়। ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি—কখ্‌খনো নয়।

মুক্তিকা। (অগ্রসর হইয়া) আমি—আমি দিয়েছিলুম। (সকলের বিস্ময়ের ভঙ্গী) আমি—তোর এই হতভাগিনী মা—আমিই তা'কে তুই দিয়েছিস্‌ ব'লে দিয়েছিলুম—অপরাধী আমি। ওর হাতের ঐ শৃঙ্খল মোচন কর, আমার হাতে এনে লাগাও।

হরিরাজ। এ মিথ্যা কথা। মা, তুমি তার উদ্দেশ্য জান্‌তে না—তোমার জান্‌বার তো কোনো কথাই নয়।

(সেনাপতি শৃঙ্খল মোচন করিল)

মুক্তিকা। এ অপরাধের অভিযোগ আমার শিরোধার্য্য—সর্ব্বান্তঃকরণে বরণীয়। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় আমি একটি কথাও বল্‌তে চাই না।

(মন্দারের প্রবেশ।)

মন্দার। বল্‌তে চান না আপনি? বেশ, তিনি না বলেন, আমিই বল্‌বো।

সকলে। মন্দার!

মন্দার। আপনাদের অনুমতি হ'লে আমি একটি কথা বলি—একটি হত্যাকার্য্য হয়েছে—সে আমিই করিছি।

সকলে। তুমি!

মন্দার। আমি। কুম্ভ আমার হাতেই মরেছে। (কিরকের প্রতি) আপনি কি তখন নিকটে ছিলেন কোথাও ?

কিরক। (তাড়াতাড়ি) না।

মন্দার। (তাড়াতাড়ি) ভালো কথা; তাহ'লে লিখে নিন্ আমি যা' বল্‌ছি। আমিই তা'কে গুলি মেরেছি—কিন্তু তা'কে মার্‌তে আমি গুলি করিনি। তবে তা'কে তখন মেরে ভালোই করিছি—তার মন থেকে এক ভীষণ পাপের বোঝা নেবে গেছে।

বল্লভ। ও বল্‌ছে কি ?

মন্দার। আমি বল্‌ছি কি, কজ্জলার মৃত্যুর যদি একটি সাক্ষী পেয়ে থাকেন, আমি আর একটি পেয়েছি যে এর চাইতে একটু বেশী জানে—সে ঐ আস্‌ছে।

(কুম্ভ, কজ্জলা ও তুঙ্গপদের প্রবেশ।)

সকলে। এ্যাঁ! কুম্ভ!

কুম্ভ। রাজা! আবার বেঁচেছি, আবার এসেছি। ঐ দেখ রাজা তোমার কজ্জলা ফিরে এসেছে। তা'কে বুকে নাও রাজা—প্রায়শ্চিত্ত কর।

সকলে। কজ্জলা!

মুক্তিকা। সেই!

কজ্জ্বলা। হরিরাজ!

হরিরাজ। কজ্জ্বলা আমার! স্ত্রী আমার!

কজ্জ্বলা। প্রিয়তম! এই লও কাগজ,—যদি ইচ্ছা হয় ছিঁড়ে ফেল। ( কাগজ দিল )

হরিরাজ। কজ্জ্বলা, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচ্‌তে পারি না।

মুক্তিকা। কজ্জ্বলা! সে যদি কখনো তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার ক'রে থাকে, তাহ'লে আমার বুদ্ধিহীন অহঙ্কারই তার কঠিন কথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে জেনো—সে তোমাকে সারা হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। আমাকে ক্ষমা কর মা!

কজ্জ্বলা। ক্ষমা?

মুক্তিকা। হাঁ—তোমার মাকে ক্ষমা কর, কজ্জ্বলা!

কজ্জ্বলা। ( নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া ) মা!

( মুক্তিকা, হরিরাজ, কজ্জ্বলা, তুঙ্গপদ সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াইল—অন্য দিকে কঙ্কা, দণ্ডভৃৎ এবং অন্যান্য সব দাঁড়াইল। কিরক কোনো দিকে না চাহিয়া চোরের মত কাগজপত্র গুছাইয়া লইয়া জামার বোতাম্ আঁটিয়া নিষ্ক্রান্ত। মন্দার তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। কয়েকজন ভদ্রলোক তার পিছনে ছুটিল। )

কঙ্কা। কিন্তু আমার কি হবে এখন? এতটা আবেগ উত্তেজনা, এত উৎসব গান মজলিস্, ফুলের পোষাক, ফুলের মালা—সব কি বৃথা যাবে? স্বামী তো আমার চাই!

হরাদ্রি এবং অন্যান্য কয়েক জন } আমাকে নিন্।

বল্লভ। আমাকে নিন্।

কঙ্কা। সকলে এক সঙ্গে কথা বল্‌বেন না। দণ্ডভৃৎ কোথায়?

দণ্ডভৃৎ। এই তো, কঙ্কা!

কঙ্কা। দণ্ডভৃৎ, আসুন এখানে। আপনি বলেছিলেন আপনি আমাকে ভালবাসেন—তা' বোধ হয় বাসেন?

দণ্ডভৃৎ। ওঃ!

প্রমাণ দেখান এখন—যদি চান আমাকে, আপনাকে পাব?

দণ্ডভৃৎ। (কঙ্কাকে আলিঙ্গন করিয়া) কঙ্কা! (বাহিরে চীৎকার)

সকলে। একি?

মন্দার। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) অস্থির হবেন না। কিছু নয়। ছেলেরা সব কিরকের পেছনে লেগেছে—সে পরিখার পাঁকে প'ড়ে সারা গা কাদায় লেপেছে।

দণ্ডভৃৎ। তাকে ডুবিয়ে মার্‌বে যে!

মন্দার। ভয় নেই, সে ডুব্‌বার জন্যে জন্মায়নি—ডুব্‌বে না সে—শূলে চড়ার চেয়ে বেশী উচুতে স্বর্গের প্রায় কাছাকাছি উঠ্‌বে সে।

কজ্জলা। (হরিরাজের প্রতি) আমাকে নিয়ে তো তুমি আর লজ্জা পাবে না?

কঙ্কা। তা' যদি পায় তবে তারি জন্যে লজ্জিত হবো আমি।

কজ্জলা। আর যখন আমি বল্‌বো—

তুঙ্গপদ। সেই ভয় আর নেই মা! দেখিস্ রাজরাণী হ'য়ে, যে তোকে দুঃখের সময় ত্যাগ করেনি তা'কে যেন ভুলিস্ না।

কজ্জলা। ওঃ, বাবাঠাকুর!

তুঙ্গপদ। না আমি নই।

কঙ্কা। না, ভবঘুরের কথা বল্‌ছেন ব্রাহ্মণ! ঝড়ের সময় আমাকে সেই বাঁচিয়েছিল। হে ভবঘুরে বন্ধু, ঘুরবার জন্য একটি ঘোড়া দেব তোমাকে—আমার সঙ্গে ঘোড়া দৌড়িয়ে চল্‌তে পার্‌বে তো?

মন্দার। না, দিদিমণি! তোমার সঙ্গে এই পাহাড়ের পথে ঘোড়ায় চল্‌তে পারে এমন ঘোড়সোয়ার এদেশে নেই। তবে তোমার ঘোড়াকে আমি চালাতে পার্‌বো—তোমার সেই কাজই আমি নিলুম।

কঙ্কলা। মন্দার! তুমি ভাই আমার জীবন রক্ষা করেছ—এ জীবন তোমারি।

মন্দার। (হরিরাজ ও কঙ্কলার হাত একত্র করিয়া) এ তোমারি রাজা! আমি চিরকালের ভবঘুরে—ভবঘুরেই থাকব। বাড়ী ঘর নেই, তবে সব বাড়ীই আমার বাড়ী। এবাড়ীতেও অধিকার বস্‌ল।

কঙ্কলা। আমি সামান্য চাষার মেয়ে—চারদিকে এতলোক দেখে ভয় হচ্ছে।

কঙ্কা। বন্ধুজন সব, বন্ধুজন।

কঙ্কলা। হায়! তাই যদি মনে কর্‌তে পারি—যদি মনে কর্‌তে পারি যে সকলে আমাকে তাদের মনের কোণে একটু স্থান দিয়েছে, তাহ'লে কঙ্কলার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।

(সখীদের প্রবেশ ও সকলের একত্রে মিলন-গান)

**(সখীদের গান)**

দেখ দেখ সখি, বন যূথিকা,
আদরে বেরেছে সহকারে!
জনম অবধি পেয়ে কত বাধা,
তটিনী মিশেছে আজি সাগরে!
প্রেমে চিরদিন আছে অভিশাপ,
পেতে হবে তাকে কত বাধা তাপ!

তা'তেই তাহার গৌরব মহিমা,
দুঃখেই তাহার নীরব সাধনা!
সে সাধনা তার বিফল হয়নি,
(আজ) বিজয়িনী প্রেম—চির-বিজয়িনী!
নাচ গাও আজি সাজ ফুল-হারে,
প্রেম-মিলন গাও প্রাণ ভ'রে॥

যবনিকা